

সপ্তম অধ্যায়

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

আলোচ্য প্রসঙ্গ

- ৭.১ চলচ্চিত্রের নমুনায়ন
- ৭.২ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ
- ৭.৩ মাঠ জরিপ ও দর্শক মতামত
 - ৭.৩.১ অফলাইন জরিপ পরিচালনার নথির নমুনাচিত্র
 - ৭.৩.২ অনলাইন জরিপ পরিচালনার নথির নমুনাচিত্র
- ৭.৪ সাংস্কৃতিক পরিবর্তির প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ
 - ৭.৪.১ বয়স ভিত্তিক জরিপ
 - ৭.৪.২ পেশা ভিত্তিক জরিপ
 - ৭.৪.৩ চলচ্চিত্র দর্শন মাধ্যমের অনুপাত
 - ৭.৪.৪ চলচ্চিত্র দেখার ভাষাগত প্রবণতা
 - ৭.৪.৫ জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের পছন্দকৃত চলচ্চিত্রের ধরন
 - ৭.৪.৬ মুক্ত [open] ও নিরুদ্ধ [closed] মাধ্যমে চলচ্চিত্র দেখার অনুপাত
 - ৭.৪.৭ চলচ্চিত্র ভিন্ন নিউ মিডিয়ার কনটেন্ট
- ৭.৫ ফলাফল ও সিদ্ধান্ত

মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই যোগাযোগ প্রক্রিয়া একটি অতি জটিল এবং একই সঙ্গে বিনাসংকোচে সমাজ ব্যবস্থার বিকাশের অন্যতম প্রধান অনুষ্ণ। তাই সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ক্রমান্বয়ে নানা সময়ে নানা ভাবে মানুষ তার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সমুল্লত রাখতে সময়ের আধুনিকতম মাধ্যমটাকেই বেছে নিয়েছে; একই সাথে যোগাযোগের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে যুগের তালে তাল মিলিয়ে মানব সভ্যতা যেরূপ আধুনিকতার মোড়কে নিজেকে ঢেলে সাজিয়েছে— তার সঙ্গে মানুষের তৈরি যোগাযোগ ব্যবস্থাও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমানে প্রযুক্তি নির্ভর করে নিজেকে গড়ে তুলেছে। আর সেই যোগাযোগ ব্যবস্থাই আজ গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার রূপে প্রতীয়মান। গণমাধ্যমের বিকল্প ধারণাই ধীরে ধীরে নিউ মিডিয়া রূপে প্রায়ুক্তিক উৎকর্ষকে সঙ্গী করে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বীর গতিতে। নিউ মিডিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকল্প একটি ধারণা, যা ইতিমধ্যে গোটা বিশ্বে তার গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। এটি দ্বিপাক্ষিক সক্রিয় যোগাযোগ প্রক্রিয়া বিধায় খুব দ্রুত সময়ের মাঝে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রচলিত কিংবা ঐতিহ্যবাহী যোগাযোগ ব্যবস্থা— যেখানে একটি বার্তায় কেবল সংবাদের এক পাক্ষিক জবাবকে বহন করে চলে সেখানে নিউ মিডিয়া একটি নির্দিষ্ট বার্তার পাশাপাশি উক্ত বিষয়ে ভোক্তার কিংবা পাঠকের মত প্রকাশের দ্বারও সর্বদা খোলা রাখে। যাতে করে বার্তা প্রেরক এবং প্রাপকের মাঝে যে দূরত্ব তা প্রযুক্তির কল্যাণে সেকেন্ডের মাঝে ঘুচিয়ে ফেলা সম্ভব, আর মানুষও দ্রুততম সময়ের মাঝে তার প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ পাচ্ছে। এতে করে তথ্যের অবাধ—বিচরণ যেমন নিশ্চিত করা যাচ্ছে— পাশাপাশি নিউ মিডিয়ার গ্রাহক হবার দরুণ কোনো প্রকার বাধা বিপত্তি ছাড়াই মানুষ তার অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা পাচ্ছে। ফলে এতে যেমন মানুষের অবাধ তথ্য লাভের অধিকার রক্ষিত হচ্ছে একই সাথে সকলের মত প্রকাশের সমঅধিকার নিশ্চিতও সমাজ বহুলাংশে অগ্রগামী হতে পারছে।

বৈশ্বিক যোগাযোগের প্রসঙ্গে বলতে গেলে বর্তমান সময়ে সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং সফল যোগাযোগ প্রক্রিয়া হচ্ছে ‘নিউ মিডিয়া’। গোটা বিশ্বে একটি প্ল্যাটফর্মের নিচে নিয়ে আসার যে কাজ তা অনেকাংশেই বাস্তবায়নের পথে রয়েছে নিউ মিডিয়ার কল্যাণে, সেই নিউ মিডিয়া কেন্দ্রিক যোগাযোগ প্রসঙ্গে বর্তমান সময়ে বেশ কিছু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতার মাত্রাটা অনেক বেশি মনে হলেও অন্যান্যদের অবদানকে কম গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণের সুযোগ নেই। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিউ মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত প্রায় প্রতিটি মাধ্যমই একে—অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্কে যুক্ত, তাই মোটাদাগে কারো অবদান এক বাক্যে ছোট কিংবা বড় বলে ফেলার অবকাশ নেই। সেকারণেই ‘চলচ্চিত্র’কে শিল্প মাধ্যমের নবীনতম শাখা বললেও নিউ মিডিয়ার জগতে তার অবস্থান রীতিমত সুপ্রতিষ্ঠিত। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় নৈয়ায়িক দৃষ্টিতে মূলত ‘নিউ মিডিয়ায় চলচ্চিত্র’— বিষয় নিয়েই বিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।

৭.১ চলচ্চিত্র নমুনায়ন প্রক্রিয়া

গবেষণার এই পর্যায়ে এসে নিউ মিডিয়ার জগতে চলচ্চিত্রের অবস্থান এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে নিউ মিডিয়ার চলচ্চিত্র সমূহের প্রকৃতি নিয়েই মূল পর্যালোচনা তুলে ধরা হবে। যেখানে বৈশ্বিক চলচ্চিত্রের বৈচিত্র্য এবং নিউ মিডিয়ার সঙ্গে তাদের বিষয় ভিত্তিক সম্পর্ক নিরূপণের প্রয়াসকে নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণের অভিপ্রায় জারি রাখা হয়েছে। উপর্যুক্ত আলোচনায় বহুবার চলচ্চিত্রে আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে চলচ্চিত্রে আঞ্চলিক সংস্কৃতির সম্পৃক্ততার নজির পূর্বের আলোচনায় প্রমাণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অতএব, নিউ মিডিয়া সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের নমুনা সংগ্রহপূর্বক তার পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশের পূর্বে চলচ্চিত্রের উৎপত্তিগত ভিন্নতাকে আমলে নিয়ে চলচ্চিত্রের নমুনায়ন অধিক প্রাসঙ্গিক হবে। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে জাতিগত বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতাকে প্রাধান্য দিয়েই মূলত চলচ্চিত্রের নমুনায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবার প্রয়াস থাকবে আর অবশ্যই সে-সকল চলচ্চিত্রকে নিউ মিডিয়া অভিযোজিত হতে হবে। প্রতিটি বিভাগ থেকে চলচ্চিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ডিজিটাল মাধ্যম ‘ভিডিও স্ট্রিমিং’ সিস্টেম চালু হবার পরবর্তী সময়কে বিবেচনায় রেখে চলচ্চিত্র নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে, পাশাপাশি প্রতিটি চলচ্চিত্র যাতে তাদের স্বকীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। একটি চলচ্চিত্রকে মূলত একটি দেশের প্রতিনিধিত্বশীল অবস্থান থেকে বিশ্লেষণের পরিকল্পনার পাশাপাশি গবেষণার স্বার্থে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তাকেও আমলে নেয়া হয়েছে। যেখানে একটি চলচ্চিত্র দেশের সমাজ-সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করবার সামর্থ্য রাখবে আর পাশাপাশি চলচ্চিত্রটি আধুনিক মাধ্যমের অংশীদার হবার দরুণ তাতে বৈশ্বিক সমাজ ব্যবস্থার সাম্প্রতিক রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। নমুনায়নকৃত চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ—

১. চলচ্চিত্রটি অবশ্যই ডিজিটাল মাধ্যম ‘ভিডিও স্ট্রিমিং’ সিস্টেমে প্রাপ্ত হবে
২. একটি নির্দিষ্ট দেশের প্রতিনিধিত্বশীল অবস্থায় থেকে সে দেশের সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করবে
৩. চলচ্চিত্রটিকে অবশ্যই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাড়া জাগানো হতে হবে এবং তা দর্শক প্রিয়তা অর্জন সাপেক্ষে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে মূলত নমুনায়নের মাধ্যমে চলচ্চিত্র বাছাই পূর্বক গবেষণার উদ্দিষ্ট অনুসন্ধান প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়া হয়েছে। নির্বাচিত চলচ্চিত্র সমূহ নিম্নরূপ—

১. *Laapataa Ladies*, 2023 (লাপাতা লেডিস, ভারতীয় চলচ্চিত্র)
২. *Now You See Me*, 2013 (নাও ইউ সি মি, মার্কিন চলচ্চিত্র)

৩. *Kingsman : The Secret Service*, 2014 (কিংসম্যান : দ্যা সিক্রেট সার্ভিস, ব্রিটিশ চলচ্চিত্র)
৪. *Wajma, an Afgan love story*, 2013 (ওয়াজমা, অ্যান আফগান লাভ স্টোরি, আফগানি চলচ্চিত্র)
৫. *Train to Busan*, 2016 (ট্রেন টু বুসান, দক্ষিণ কোরিয়ান চলচ্চিত্র)
৬. *Ip Man*, 2008 (ইয়েপ ম্যান, চাইনিজ চলচ্চিত্র)
৭. *Winter Sleep*, 2014 (উইন্টার স্লিপ, তুর্কি চলচ্চিত্র)
৮. *Shoplifters*, 2018 (শপ্লিফটার্স, জাপানিজ চলচ্চিত্র)
৯. *A Separation*, 2011 (এ সেপারেশন, ইরানি চলচ্চিত্র)
১০. *Aynabaji*, 2016 (আয়নাবাজি, বাংলাদেশি চলচ্চিত্র)

৭.২ চলচ্চিত্র পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ

উপর্যুক্ত চলচ্চিত্রগুলোকে বাছাই করার শর্তসমূহ এই প্রসঙ্গ আলোচনার শুরুতেই পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে এসে চলচ্চিত্র সমূহের পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাতে জাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব, পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক মূল্যবোধের প্রকাশ, ভাষা, পোশাক, মিশ্র সংস্কৃতির উপস্থিতি এবং অবকাঠামোগত বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

৭.২.১ *Laapataa Ladies*, 2023 (লাপাতা লেডিস, ভারতীয় চলচ্চিত্র)

‘লাপাতা লেডিস’ মূলত পরিচালক কিরণ রাও পরিচালিত এবং আমির খান ও জ্যোতি দেশপান্ডে প্রযোজিত হিন্দি ভাষার একটি কমেডি-ড্রামা চলচ্চিত্র, যা ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিকভাবে ‘*Lost Ladies*’ নামে মুক্তি লাভ করে। যা তৎকালীন সময়ে বেশ সাড়া ফেলেছিল, যার অন্যতম কারণ গল্পের সহজ-সরল উপস্থাপন। এই ছবির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে সামাজিক বার্তা, নারীশিক্ষা, পুরুষের আধিপত্যবাদী মনোভাব, নারীর অসহায়ত্ব, যন্ত্রণা ও অসম্মানের কথা। তবে পরিচালক আড়ম্বরহীন, মোলায়েমভাবে ও হাস্যরসের টিপ্পনিত্রে সে-সব কথা ছবিতে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। যা গল্পের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে নির্মাতা মিলিয়ে দিয়েছেন। বিপ্লব গোস্বামীর গল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মূলত কিরণ রাও ছবিটি নির্মাণ করেছেন। কিরণ ও তাঁর দুই সহযোগী স্নেহা দেশাই এবং দিব্যানিধি শর্মা মিলে এই গল্পকে এক সরল মোড়কে পরিবেশন করেছেন। ছবির চরিত্রগুলো কাল্পনিক হলেও ছবির গল্প আর তার আবেগ কোথাও গিয়ে মানুষের চেনা।

ভারতীয় নারীর রক্ষণশীল পোশাকের বাড়-বাড়ন্তে গ্রামগঞ্জে বউ-বদলের ঘটনা নতুন না হলেও চমকপ্রদ। আর এর পেছনে আছে নানান সামাজিক কুসংস্কার, রীতিনীতি আর নিয়মের বেড়াভাল। বাড়ির বউ মানেই দীর্ঘ এক ঘোমটা দিয়ে তাকে মুখ আড়াল করে থাকতে হবে সেই প্রথাই যেন কাহিনিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

চলচ্চিত্রের কাহিনি সংক্ষেপ : ‘নির্মল প্রদেশ’ নামের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কাহিনির শুরু। এক ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে কয়েক জোড়া সদ্য বিবাহিত দম্পতি। সব নববধূর পরনে লাল শাড়ি আর অলংকার। এক হাত ঘোমটা টানা এই কনেনদের চেনা দায়। এখানকার বধূদের নিজের স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে মুখ দেখানো মানেই যেন চূড়ান্ত সামাজিক অবক্ষয়। তাই ঘোমটা সরানোর স্পর্ধা কারো নেই— এটাই যেন সামাজিক আইন। এই ট্রেনেই যাত্রী হিসাবে নবদম্পতি দীপক কুমার আর ফুল কুমারীর প্রবেশ। মধ্যরাতে ঘুম চোখে দীপক অন্যের বউকে নিজের বউ ভেবে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে যায়। মানে সেই ‘ঘোমটা’র জন্য এই চরম বিভ্রান্তি। যদিও অন্য বউটা বুঝতে পারে যে যিনি তাকে ডাকছেন সে তার স্বামী নয়, সেখানেই গল্পের মূল রহস্য পুঞ্জীভূত। কেননা বুঝতে পারা সত্ত্বেও কেন বউটা এই বদলের কোনো রূপ বিরোধিতা করলো না! কারণ সেই ‘জয়া’ নামের মেয়েটা জানতো যৌতুকের অর্থের কারণে তার সৎ মা তাকে যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে তার আচার-ব্যবহার অমানুষের ন্যায়, কেননা বিবাহের সময় জয়ার বাবা সামান্য যৌতুকের টাকা জোগাড় করতে না পারায় সে জঘন্য ব্যবহার করেছিল। তাই সে পালানোর মতলবেই ছিল, আর ঘোমটা বিভ্রাটের কারণে দীপক (নায়ক) কাজটাকে আরও সহজ করে দেয়। অন্যদিকে বেচারি সরল, ভোলাভালা ফুল কুমারী ট্রেনে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে। এদিকে দীপক জয়াকে নিজের বউ ভেবে বাড়িতে নিয়ে যায়। মূলত এখান থেকে গল্পের সূচনা। পরের অংশ আসলে ফুল কুমারীকে খোঁজা, থানায় অভিযোগ, পুলিশের দারোগার অনুসন্ধান, দীপকের এক জায়গা থেকে অন্যত্র গিয়ে ফুল কুমারীর জন্য প্রলাপ করা আর জয়ার কর্মকাণ্ড— যা এক সময় ফুল কুমারীকে দীপকের কাছে পৌঁছে দেয়। জয়াও তার স্বপ্নের পথে পা বাড়ায়।

লাপাতা লেডিস চলচ্চিত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : ‘লাপাতা লেডিস’ ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির আদলে বেড়ে ওঠা একটি চলচ্চিত্র যেখানে গল্পের কাহিনি যেমন মানুষের জীবন থেকে নেয়া— পাশাপাশি চলচ্চিত্রের পুরোটাই একটি বাস্তব লোকেশনে স্যুট করা হয়েছে। এতে করে ভারতীয় সংস্কৃতিতে আলাদা করে প্রকাশের কোনো আরোপিত অভিপ্রায় এখানে দেখা যায়নি। যদিও গল্পের কাহিনি সংক্ষেপেই মূল গল্পের প্লট নিয়ে বিস্তার আলোচনা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

যাতে সহজেই অনুমান করা যায়, চলচ্চিত্রটি ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করছে। কেবল ভারতীয় বললেও হয়তো ভুল বলা হবে— ভারতের প্রত্যন্ত একটি গ্রামের সামাজিক আচার, ধর্মীয় অনুশাসন, গ্রামীণ মানুষের মানবিক মূল্যবোধ আর আপদকালীন সময়ে প্রশাসনের সার্বিক তৎপরতা। গল্পের শুরুতেই বিবাহের দৃশ্যের মাধ্যমে দর্শক গল্পে প্রবেশ করে, এতে করে গল্পের শুরুতেই চলচ্চিত্রটি কোন ধর্মের কোন সমাজকে প্রতিফলিত করছে তা বুঝতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। চলচ্চিত্রের শুরুতেই লক্ষ করা যায়, বাপের বাড়ি থেকে কনে বিদায় নিচ্ছে শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশে— সেখানে বাড়ির সবাই প্রথাগত বিদায়ের পর মিষ্টি খাইয়ে মেয়ে-বরকে বিদায় জানাবে তার ঠিক আগ মুহূর্তে মেয়ের মা বিশাল বড় একটি ঘোমটা মেয়ের মুখের সামনে নামিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে পরিচালক কিরণ রাও দারুণ পটুতার সহিত মেয়েটির অবস্থান থেকে সেই দৃশ্যটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, যাতে অনুমান করা যায় মেয়েদের অবস্থান থেকে বিয়ের পর পৃথিবীটা দেখতে ভিন্ন একটি প্রতিবন্ধকতার চাদরে ঢেকে যায়। আর বাড়ি থেকে বের হবার সময় ফুল কুমারী প্রথমবার এতো বড় ঘোমটার কারণে ভালো করে রাস্তা দেখতে না পেরে কিছুতে লেগে পায়ে হেঁচট খায় আর সঙ্গে সঙ্গে মাসী সম্পর্কের কেউ তাকে সামলে নেয় এবং ফুল কুমারীকে বলেন,

“আরে সামালকার, লাগে ক্যা ফুল? এ্যাকবার ঘুংঘাট লে লিয়া— তো আগে নেহি— নিচে দেখকার চালনা শিখো।” [careful. Are you hurt, Phool? Once you’ve adorned the veil, learn to keep your eyes down.]

অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে— একবার যখন ঘোমটা নিয়ে নিয়েছো তাই এখন থেকে সামনে নয়, বরং নিচে তাকিয়ে চলতে শেখো। এই বাক্যটা হয়তো খুব বিশাল নয়, কিন্তু সামান্য একটি লাইন নারী বিষয়ে সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গিকে প্রতীয়মান করে তুলছে। এখানে ফুল কুমারীকে এই কথাগুলো একজন নারী চরিত্রকে দিয়েই বলানো হয়েছে যেখানে পরিচালক এবং লেখক তাদের মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, যাতে এটা স্পষ্ট যে সেখানকার নারীরা বিয়ের পর তাদের ভাগ্যকে নিজেরাই মেনে নিয়েছে যা আসলে সমাজের প্রতিষ্ঠিত কৃত্যে পরিণত হয়েছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বেশ কিছু দিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘুরতে থাকা একটি ভিডিও ক্লিপের কথা মনে পড়ে গেলো— যেখানে দেখা যায়, একটি মেয়ে বিশাল আকৃতির একটি ঘোড়াকে গলায় দড়ি পড়িয়ে টেনে নেবার অভিনয় করায় ঘোড়াটি যেন তাতেই একটি অদৃশ্য টান অনুভব করছে আর সে মেয়েটার সাথে সাথে চলতে শুরু করে। সেখানে ভিডিও এর ওপর লেখা ছিল, “দাসত্ব যখন অভ্যাসে রূপ নেয়।” হয়তো ভারতীয় ঐ সমাজের মেয়েরা তাদের সঙ্গে সমাজের বৈষম্যকে নিজেদের প্রাপ্য এবং কৃত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে যা নারীর কর্তব্যের অংশ নয় বরং দায়িত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। চলচ্চিত্রের আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যাবে বাসের ছাদে

উঠে নবদম্পতি ফিরছে, সেখানে ছেলেটি মেয়েটিকে তার সমস্ত গহনা খুলে ছেলেটার কাছে দিতে বললো কেননা বাসে অনেক ভিড় তাতে চুরি হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। মেয়েটা গহনা খুলতে খুলতে ছেলেটা আরও বলে, “আমাদের গ্রামে একটি কথা প্রচলিত আছে— গহনা চুরি হলে দুটো দুঃখ আছে, ছোট দুঃখ হল ‘গহনা’ আর বড় দুঃখ হচ্ছে ‘থানা’।” এখানে থানা বিষয়ে জন-মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত ধারণার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এমন করেই গোটা গল্পে সেখানকার মানুষের বিশ্বাস তাদের সামাজিক সম্পর্কের প্রকাশ লক্ষ করা যায়, যেখানে দীপকের বিপদে তার আশেপাশের সবাই তাদের সাধ্য মতো এগিয়ে আসে। দৈনন্দিন জীবনের পোশাক, ধর্মীয় বিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যায়। অর্থাৎ *লাপাতা লেডিস* ভারতীয় সংস্কৃতির আদলেই বেড়ে ওঠা একটি চলচ্চিত্র তাই তার মাঝে সংস্কৃতির প্রয়োগ খুব সহজেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে দারুণভাবে প্রতিফলিত করে।

লাপাতা লেডিস চলচ্চিত্রে মিশ্র সংস্কৃতির উপস্থিতি : চলচ্চিত্রকে এখন যেভাবে বৈশ্বিক হবার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তাতে বৈশ্বিক দর্শককে চলচ্চিত্রের অর্থনৈতিক স্বার্থেই আর এড়িয়ে যাবার সুযোগ নেই। *লাপাতা লেডিস* চলচ্চিত্রও আধুনিক মিডিয়ার উপযোগী করে নির্মিত চলচ্চিত্র, তাই তাকে নির্মাণের পাশাপাশি বিষয়বস্তুর দিকেও বৈশ্বিক হয়ে ওঠার প্রবণতা থাকবে না তা বলবার সুযোগ নেই। যদিও চলচ্চিত্রটি ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেই নির্মিত হয়েছে তবে তার বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট বৈশ্বিক পরিমণ্ডলকে প্রতিনিধিত্ব করছে। কারণ বিশ্বের অনেক মানুষ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যতই পৃথিবীর বিকল্প বাসস্থান হিসাবে মানুষের মঙ্গল গ্রহে যাবার স্বপ্ন দেখুক, অন্যদিকে এখনো বিশ্বের বৃহৎ একটি অংশের নারীরা নিজেদের ঘরের বাইরে পা রাখবার স্বাধীনতা পুরোপুরি লাভ করতে পারেনি। বারবার পুরুষের কর্তৃত্বের বেড়াজালে ঘুরপাক খেয়েছে তারই খণ্ডিত চিত্রায়ন দর্শক ‘লাপাতা লেডিস’ চলচ্চিত্রে প্রত্যক্ষ করলো। এখানে গোটা চলচ্চিত্রটাই মূলত হাস্যরসের দ্বারা সামাজিক সংকট গুলোকে বারবার চিহ্নিত করবার প্রয়াস দেখিয়েছে। একটি উদাহরণ না দিলেই নয়, ফুল কুমারী শ্বশুরবাড়ি আসার পথে ট্রেনে হারিয়ে যায় আর দীপক এ বিষয়ে থানার সহযোগিতা পেতে রিপোর্ট করায় আর সেখানে ফুল কুমারীর একটি বিয়ের সময়ের ছবি থানায় জমা করে দীপক, তাতে যদিও ফুল কুমারীকে চেনার উপায় নেই— কেননা বিয়ের সাজে বড় ঘোমটা দিয়ে দীপকের পাশে দাঁড়ানো একটি ছবি। এই চিত্র কেবল ফুল কুমারীর নয়, ছবিতে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ এখনো বিশ্বের অনেক দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝেও প্রকট আকারে প্রতীয়মান। নারী শিক্ষার অভাব যে যতটা ভয়াবহ তারও ইঙ্গিত দেবার অভিপ্রায় এই চলচ্চিত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, পাশাপাশি দুটো প্রধান নারী চরিত্রকে সামনে নিয়ে এই চলচ্চিত্রের কাহিনি এগিয়ে যায় তাতে ফুল কুমারী শিক্ষিত না হবার দরুণ সে নিজের শ্বশুর বাড়ির ঠিকানাও জোগাড় করতে পারে না। অন্যদিকে জয়া চরিত্রটি তার শিক্ষা, মেধা ও

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

কিছুটা ভাগ্যের সহায়তায় সেই লম্পট স্বামীর থেকেও পালিয়ে আসে এবং নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার পাশাপাশি ফুল কুমারীকে ফিরে পেতে সবচেয়ে বড় পরিকল্পনাটা করে। জয়া বাড়ির কাজের পাশাপাশি শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করে— এতে করে সহজ একটি বার্তা সাধারণের মাঝে গিয়ে পৌঁছায় যে শিক্ষা কখনোই নারীর অন্যান্য বিষয়ে এগিয়ে যাবার কিংবা ঘরের কাজ শেখবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না বরং তা নারীকে অধিক অগ্রগামী করে তোলে।

৭.২.২ *Now You See Me, 2013* (নাও ইউ সি মি, মার্কিন চলচ্চিত্র)

২৫ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে, সামিট এন্টারটেইনমেন্ট লুই লেটেরিয়ার পরিচালিত “নাও ইউ সি মি” [*Now You See Me*]— এর মুক্তির তারিখ ১৮ জুলাই, ২০১৩ ঘোষণা করে। ৩ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে, কোম্পানিটি ছবিটির প্রথম সার-সংক্ষেপ এবং টিজার পোস্টার প্রকাশ করে। ১৬ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে, লুইসিয়ানার নিউ অরলিন্সে শুটিং শুরু হয়, যা ২৬ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি নিউ ইয়র্ক সিটিতে এবং ৯ এপ্রিল, ২০১২ থেকে পরের দিন পর্যন্ত লাস ভেগাসে অতিরিক্ত শুটিং করা হয়।

চলচ্চিত্রের কাহিনি সংক্ষেপ : চলচ্চিত্রে চারজন অসাধারণ জাদুকরদের জাদুর মোড়কে অপরাধ করা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ এবং এফবিআই কর্মকর্তাদের অপরাধ অন্বেষণ ভিত্তিক গল্পের বুননে মূল চলচ্চিত্রের ভাবকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে চারজন জাদুকরী বিশেষ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদেরকে একত্রিত করবার একটি মূল পরিকল্পনা থাকেন, যাকে গোটা চলচ্চিত্রে দেখা যায় না। চলচ্চিত্রের শেষে দেখা যায় যে, এফবিআই কর্মকর্তাই মূলত তাদের সকল ঘটনার মূল পরিকল্পক। এখানে ঘটনার পেছনের গল্প, সাথে কাজের মাঝে পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে এফবিআই কর্মকর্তার প্রেম, জাদুকর ধরতে পুলিশের পরিচালিত রোমাঞ্চকর অভিযান চলচ্চিত্রটিকে অধিক পরিমাণে জনপ্রিয় করে তোলে। পাশাপাশি জাদু যে একটি কৌশলী কাজ তা কতটা স্মার্টলি করা যায় তাই যেন বারবার দর্শককে বিমুগ্ধ করে তোলে।

নাও ইউ সি মি চলচ্চিত্রে মার্কিন সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : ‘নাও ইউ সি মি’ চলচ্চিত্রটি মার্কিন সমাজ সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেই মূলত তার স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটিয়েছে। তাতে আমেরিকান জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে সেখানে মানুষের জীবনাচরণকেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানকার অপরাধের ধরন, অপরাধীদের সক্ষমতা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের অবস্থান। সেখানকার পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থার সক্ষমতা, তাদের কাজের ধরন, তাদের কাজের

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

চ্যালেঞ্জ- এসব নিয়েই মূল গল্পতে মার্কিন সংস্কৃতির প্রভাব এক নজরে পড়ে। এমনকি সেখানকার মানুষের মাঝে সম্পর্কগুলি কেমন তা আলাদাভাবে চিত্রায়নের প্রয়োজন পড়ে না, তা গল্পের দ্বারা খুব সহজেই প্রকাশ পায়। এখানে মানুষের স্বভাবজাত মানব প্রেমের নজিরও চোখে পড়ার মতো, তাই ভালোবাসার প্রকাশ অবশ্যই চিত্রায়ত বাঙালি ভালোবাসার মতন হবে না সেই তো স্বাভাবিক এবং একই সাথে তাই মার্কিন সমাজ-সংস্কৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা মানুষের প্রকৃতি যা মূলত মার্কিন সংস্কৃতিকেই উপস্থাপন করে। চলচ্চিত্রটির মূল গল্প যেহেতু চার জাদুকরকে ঘিরেই তাই মার্কিন মূল্যকে তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং কাজের পরিধি সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা পাওয়া সম্ভব, কেননা এই পেশার মানুষ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই দেখা যায়।

নাও ইউ সি মি চলচ্চিত্রে মিশ্র সংস্কৃতির উপস্থিতি : পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষ বলতে গেলে তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যে প্রায় একই, তবে ভৌগোলিক ভিন্নতা তাদের জীবনচরণে এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিবর্তন নিয়ে আসে। তাই চলচ্চিত্রকে কখনোই আলাদা করে প্রমাণ করতে হয় না তার উৎপত্তিগত স্থানের ভিন্নতায় স্বকীয়তা প্রদর্শনে। *নাও ইউ সি মি* চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, পৃথক কোনো ট্রিটমেন্টের প্রয়োগ দেখা না গেলেও গল্প বলার ধরন এবং কাহিনির গড়ন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র একই। মানুষের চাতুর্য, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা, রাগ-ক্ষোভ প্রদর্শনের ধরন প্রায় একই রকম বলা চলে, এখানে *নাও ইউ সি মি* চলচ্চিত্রের কাহিনির মাঝে সংস্কৃতির মিশ্রতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর নেই মিশ্রতার প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে গল্পের বিষয়বস্তুতে, কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি আধুনিক মাধ্যম অভিযোজিত চলচ্চিত্রকেই নমুনায়নের সময় বেছে নেয়া হবে ‘*নাও ইউ সি মি*’ তার সর্বজনীন বিষয়ের কারণে বৈশ্বিকভাবে সফল চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে গোয়েন্দা কার্যক্রম, জাদুকরদের দ্বারা মানুষকে সম্মোহিত করা, ব্যাংকের অর্থ সুচারু কায়দায় চুরি করে সাধারণ মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেয়া। এসব মানুষ দেখতে ভালোবাসে, কারণ আগেই বলেছি সর্বত্র মানুষ এক- তাই চলচ্চিত্র একটি সর্বজনীন সমস্যা নিয়ে কাজ করার ফলে ভিন্ন একটি জাতিসত্তার মানুষ এর ভাষা না বুঝলেও এর গল্পের সঙ্গে নিজেকে কিংবা নিজের সংস্কৃতিতে বিদ্যমান এরূপ পরিস্থিতির মিল খুঁজতে চাইবে, এমনকি মিল খুঁজেও নিতে পারবে। তাই বিষয়গত দিক থেকে চলচ্চিত্রটি পরিকল্পনাকালেই এটিকে সকলের গল্পে পরিণত করবার অভিপ্রায় পর্দার আড়ালের মানুষদের ছিল তা বিনাসংকোচে বলাই যায়।

৭.২.৩ *Kingsman : The Secret Service, 2014* (কিংসম্যান : দ্য সিক্রেট সার্ভিস, ব্রিটিশ চলচ্চিত্র)

“কিংসম্যান : দ্য সিক্রেট সার্ভিস” ম্যাথিউ ভন পরিচালিত ২০১৪ সালের একটি স্পাই অ্যাকশন কমেডি চলচ্চিত্র। এটি কিংসম্যান চলচ্চিত্র সিরিজের প্রথম এবং একই নামের কমিক বই সিরিজের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে; মার্ক মিলার এবং ডেভ গিবসের লেখা, মিলারওয়ার্ল্ড দ্বারা প্রকাশিত এবং মিলার ও ভনের একটি ধারণার উপর ভিত্তি করে নির্মিত।

“কিংসম্যান : দ্য সিক্রেট সার্ভিস” ১৩ ডিসেম্বর ২০১৪-এ “বাট-নাম্ব-এ-থন” উৎসবে প্রিমিয়ার হয়েছিল এবং ২০তম সেপ্টেম্বর ফক্স দ্বারা ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ ইউনাইটেড কিংডমে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাটকীয়ভাবে মুক্তি পায়। ফিল্মটি তার স্টাইলাইজড অ্যাকশন সিকোয়েন্স, পরিচালনা, অভিনয়, প্রতিপক্ষ, ভিজুয়াল স্টাইল, মিউজিক্যাল স্কোর এবং ডার্ক হিউমারের জন্য প্রশংসার সাথে সমালোচকদের কাছ থেকে সাধারণত ইতিবাচক পর্যালোচনা পেয়েছে, যদিও কিছু দৃশ্য ওভার-দ্যা-টপ হওয়ার জন্য সমালোচিত হয়েছিল। চলচ্চিত্রটি বিশ্বব্যাপী ৪১৪ মিলিয়নেরও বেশি আয় করেছে, যা আজ পর্যন্ত Vaughn-এর সবচেয়ে বাণিজ্যিকভাবে সফল চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে। ২০১৫ সালে ছবিটি সেরা ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের জন্য এম্পায়ার পুরস্কার জিতেছিল।

চলচ্চিত্রের কাহিনি সংক্ষেপ : ফিল্মটি হ্যারি হার্ট (কলিন ফার্থ) দ্বারা গ্যারি ‘এগসি’ [Eggsy] আনউইনের (ট্যারন এগারটন) একটি গোপন গুপ্তচর সংস্থা কিংসম্যানে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে নির্মাণ করা হয়েছে। রিচমন্ড ভ্যালেন্টাইন (স্যামুয়েল এল. জ্যাকসন), একজন ধনী মেগালোম্যানিয়াক এবং ইকো-সন্ত্রাসবাদী যে মানবতাকে নিশ্চিহ্ন করে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করতে চায়; এখন তার কাছ থেকে বিশ্বব্যাপী হুমকি মোকাবেলা করার জন্য, নৃশংস এবং হাস্যকর ফ্যাশনে এগসি [Eggsy] একটি মিশনে যোগ দেয় গোপন গুপ্তচর সংস্থা কিংসম্যানের মাধ্যমে। মূলত একটি গুপ্তচর সংস্থার কার্যকলাপ নিয়েই চলচ্চিত্রের কাহিনি এগিয়ে যায়, আর যাকে কেন্দ্র করে কাহিনি এগিয়ে যায় তার নাম ‘এগসি’ [Eggsy]। এগসির বাবাও এক সময় গুপ্তচর সংস্থা কিংসম্যানে কাজ করতেন তবে পরিবার তা জানতো না, একটি মিশনে তার মৃত্যু হয়। এগসির মা পরবর্তীকালে আরেকটি বিয়ে করেন, যে কিনা এগসিকে একেবারেই দেখতে পারতো না এবং শারীরিক প্রহার করতো। যদিও এগসি আর্মিতে চাকরি করতো তবে স্বামীর মতেন সন্তানকে হারানোর ভয়ে এগসির মা তাকে ফিরিয়ে আনেন। পরবর্তী সময়ে অর্থ সংকট এবং সামাজিকভাবে হীনতার স্বীকার হতে শুরু করে এগসি, সঙ্গ-দোষে একসময় পুলিশের কাছে আটকও হতে হয়। সেখান থেকেই তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন গুপ্তচর সংস্থা কিংসম্যানের একজন

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

সদস্য যার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন এগসির বাবা। তাই সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অংশ হিসাবে এগসিকে কিংসম্যানে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করে দেন, সেখানে প্রশিক্ষণকালে এগসি অকৃতকার্য হয়ে বাদ পড়ে গেলেও পুনরায় সুযোগ এলে সে সেটাকে কাজে লাগায়। বাবার যোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে সফল অপারেশনে কিংসম্যানের যোগ্য সদস্য হিসাবে নিজেকে প্রমাণে সমর্থ হয়। এখানে গোয়েন্দা সংস্থার কর্ম-প্রক্রিয়া এবং লোকবল অন্তর্ভুক্তির কাজ কি করে সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে একটি রোমাঞ্চকর বয়ান পরিলক্ষিত হয় এগসির জীবন কাহিনিকে সঙ্গ করে।

চলচ্চিত্রে ব্রিটিশ সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : সংস্কৃতির ভিন্নতা তার ভৌগোলিক আবহকে অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত করে। “কিংসম্যান : দ্যা সিক্রেট সার্ভিস” চলচ্চিত্রটি ইংল্যান্ডের সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করেছে তার পোশাক, আচার, খাদ্যাভ্যাস এবং নগরের অবকাঠামোগুলো দেখিয়ে। চলচ্চিত্রটি মূলত একটি ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা কিংসম্যান এর কর্ম-প্রক্রিয়া নিয়েই নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে একটি উন্নত রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা কিভাবে তাদের গোপন মিশন পরিচালনা থেকে শুরু করে দলে সদস্য অন্তর্ভুক্তির কাজ করে থাকে তা দেখানো হয়। এখানে চলচ্চিত্র কেবল বিনোদনের নিমিত্তেই কাহিনি বয়ান করছে না বরং একটি দেশের সামর্থ্যেরও জানান দিচ্ছে রূপক অর্থে এবং সুকৌশলে। কাহিনির মাঝে মাঝেই ওয়াশিংটন গ্রহণের দৃশ্য কখনোই বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশের সমাজ সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং এটি ব্রিটিশ সংস্কৃতির অনিবার্য উপাদান। একই সাথে ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ চলচ্চিত্রে চুম্বনের যে সকল দৃশ্যের নির্মাণ খুব সাবলীলভাবে চিত্রিত করা হয় তা অনেক সংস্কৃতিতেই কিছুটা অস্বস্তিকর মনে হতে পারে। পাশাপাশি মানুষের ভাব প্রকাশের ভঙ্গি, ধরন এবং সৌজন্যবোধের প্রকাশ এসব সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে যে ভিন্ন তাও প্রতীয়মান হয় “কিংসম্যান : দ্যা সিক্রেট সার্ভিস” চলচ্চিত্রে।

“কিংসম্যান : দ্যা সিক্রেট সার্ভিস” চলচ্চিত্রে মিশ্র সংস্কৃতির উপস্থিতি : ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র হিসাবে “কিংসম্যান : দ্যা সিক্রেট সার্ভিস” এর নাম বিশ্বজোড়া। কেননা চলচ্চিত্রটি তার বিষয়বস্তুর কারণে সর্বজনীন হয়ে ওঠবার সামর্থ্য অর্জন করেছে, একটি গোপন গোয়েন্দা সংস্থার কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া নিয়ে বর্তমান বিশ্বে মানুষের কৌতূহলের সীমাপরিসীমা নেই। বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে, পরিবর্তিত হচ্ছে বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট। সেই পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিউ মিডিয়ার যুগে এসে এখন আর বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের চর্চার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। এখন নিউ মিডিয়ার বদৌলতে ইন্টারনেট সেবার আয়তাবৃত্ত প্রতিটি মানুষ বিশ্ব রাজনীতির চর্চাকে ব্যক্তি জীবনের অপরিহার্য আলোচনায় রূপান্তরিত করেছে। সেই আলোচনায় এখন মার্কিন নির্বাচন থেকে শুরু করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকায় বিশ্ব নেতাদের ভূমিকা, আলোচনা-সমালোচনা সকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি লক্ষ

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

করা যাচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবে এতে বিশ্বের সব চৌকশ গোয়েন্দা সংস্থার কাজের পরিধি সম্পর্কে যেসকল আলোচনা বিশ্ব মিডিয়াতে ঘুরপাক খায় তাও দারুণ আগ্রহের জন্ম দেয় সাধারণের মনে; তারই কারণে “কিংসম্যান : দ্যা সিক্রেট সার্ভিস” চলচ্চিত্রের প্রতি মানুষের আগ্রহ আরও বহুগুণে বেড়ে যায়। যা দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বের সকল মানুষের কৌতূহলী মনের খোরাক মেটায়।

৭.২.৪ *Wajma, an Afgan love story, 2013* (ওয়াজমা, অ্যান আফগান লাভ স্টোরি, আফগানি চলচ্চিত্র)

“ওয়াজমা, অ্যান আফগান লাভ স্টোরি” ২০১৩ সালের আফগানি চলচ্চিত্র যা বারমাক আকরাম রচিত ও পরিচালিত। ৮৬তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডে সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র অস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল।

চলচ্চিত্রের কাহিনি সংক্ষেপ : “ওয়াজমা, অ্যান আফগান লাভ স্টোরি” একটি আফগান প্রেমের গল্প। এখানে একটি রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা ওয়াজমা এবং মুস্তাফা নামের দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার গল্প। দুজনের বয়সের পার্থক্য পাঁচ বছর। প্রেমে মশগুল দুজন দুজনকে বাড়ির বাইরে সময় দেয়, লুকিয়ে দেখা করে-ঘুরতে যায়। সুযোগ পেলে বাসাতেও তারা দুজনে একত্রে সময় কাটায়, যখন বাসার সবাই বাইরে থাকেন। এভাবেই তাদের প্রেম বেশ জমে ওঠে, তবে পারিপার্শ্বিকতার কারণে মেয়েটি বিয়ের আগে বেশি কাছে না আসতে চাইলেও ছেলেটির নাছোড়বান্দা অনুরোধে একসময় তারা শারীরিকভাবেও মিলিত হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর মেয়েটি জানতে পারে সে সন্তান সম্ভবা, ছেলেটিকে জানালে সে মেয়েটিকে বিশ্বাস করে না এবং একই সাথে অনাগত সন্তানের দায় নিতে অস্বীকৃতি জানায়। মেয়েটি রীতিমত অকূল পাথারে নিমজ্জিত হয়, ছেলেটি ধীরে ধীরে মেয়েটির সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। মেয়েটির পুরো পরিবার বিষয়টি জেনে গেলে মেয়েটির বাবাকে তার মা সবটা জানায়। বাবা আফগানিস্তানের ভিন্ন একটি শহরে কাজ করেন, খবর শুনেই তিনি দ্রুত চলে আসেন এবং নিজেদের মান-সম্মানের অপরিমেয় ক্ষতি সম্পর্কে মেয়েকে অকথ্য ভাষায় বকাবকি করেন এবং ভীষণভাবে মারেন। ওয়াজমা তার বান্ধবীর সাথে এবিষয় আলোচনা করে তবে গর্ভপাত আফগানিস্তানে আইনত নিষিদ্ধ হওয়ায় তারা এবিষয়ে এগুতে পারেন না। পরবর্তী সময়ে পারিবারিক একজন চিকিৎসকের পরামর্শে ওয়াজমার মা তাকে ভারতে পাঠিয়ে গর্ভপাতের পরিকল্পনা করেন এবং দ্রুততম সময়ে পাসপোর্ট হয়ে গেলে ওয়াজমাকে তারা ভারত পাঠিয়ে দেন।

চলচ্চিত্রে আফগান সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : আফগানিস্তান মূলত একটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র। রাজনৈতিকভাবে কিছুটা অস্থিতিশীল হবার দরুণ তার মাঝে সংস্কৃতি চর্চার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিছুটা স্থবির। শীত প্রধান রাষ্ট্র হবার ফলে

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

তাদের পোশাকে সেই প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তাদের দৈনন্দিন খাবারেও রুটি-মাংসই অধিক পরিমাণে লক্ষ করা যায়। তুষারপাত হবার ফলে যে ঠাণ্ডার প্রকোপ দেখা যায় তা থেকে রক্ষা পেতে প্রতি ঘরেই আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা রাখা। নারীকে পর্দাশীল হবার প্রয়োজনীয়তাও দেখা যায়, তবে নারীর সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাকে সেভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে দেখা যায় না; পুরুষের কর্তৃত্ববাদী প্রভাব অধিক পরিমাণে সমাজে বিরাজমান। নারীর অধিকার কিংবা ইচ্ছের মূল্য সেভাবে প্রতিপালিত হয় না বললেই চলে।

“ওয়াজমা, অ্যান আফগান লাভ স্টোরি” চলচ্চিত্রে মিশ্র সংস্কৃতির উপস্থিতি : চলচ্চিত্রটি মূলত একটি প্রেম কাহিনিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তবে আফগান সমাজে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, তার ব্যক্তি মর্যাদা যে পুরুষের কর্তৃত্বের অধীন; তাই ওয়াজমা চরিত্রের মাধ্যমে চিত্রায়িত করা হয়েছে। নারীর এরূপ স্বাধীনতা কিংবা মর্যাদার অবমূল্যায়ন কেবল আফগানিস্তানে নয় বরং এ দৃশ্য বিশ্বের অধিকাংশ দেশের। যা আফগানি ওয়াজমা চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একই সঙ্গে মুস্তফা খুব সহজেই শুধুমাত্র তার একটি ধারণার কারণে ওয়াজমার গর্ভে থাকা সন্তানকে অস্বীকার করতে পারলেও ওয়াজমা কিন্তু চাইলেও বাচ্চাটিকে গর্ভপাত করাতে পারছে না, কারণ তাতে ধর্মীয় অনুশাসনের দোহাই দিয়ে নারীর ইচ্ছেকে অবমূল্যায়িত করা হচ্ছে। পুরুষকে চাইলেও সামাজিকভাবে জানাজানি হবার ভয়ে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয় না, যাতে পুরো দায়ের ভাগিদার হচ্ছেন একজন নারী। এই চিত্র গোটা বিশ্বের, এই সংকট পৃথিবীর অধিকাংশ নারীর।

৭.২.৫ Train to Busan, 2016 (ট্রেন টু বুসান, দক্ষিণ কোরিয়ান চলচ্চিত্র)

‘ট্রেন টু বুসান’ ২০১৬ সালের দক্ষিণ কোরিয়ান অ্যাকশন হরর ফিল্ম। ফিল্মটি বেশিরভাগই সিউল থেকে বুসান পর্যন্ত একটি ট্রেনে সংঘটিত হয় কারণ একটি জম্মি অ্যাপোক্যালিপস [zombie apocalypse] হঠাৎ করে দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

মুভিটি সফল হবার দরুণ প্রযোজক সংস্থা ‘ট্রেন টু বুসান’ ফিল্ম সিরিজ চালু করেছে, যার অ্যানিমেটেড প্রিক্যুয়েল সিউল স্টেশন ২০১৬ সালে মুক্তি পেয়েছে এবং ‘পেনিনসুলা’ নামে একটি স্বতন্ত্র সিক্যুয়েল ২০২০ সালে মুক্তি পেয়েছে।

চলচ্চিত্রের কাহিনি সংক্ষেপ : ‘ট্রেন টু বুসান’ মূলত একটি ট্রেনের গল্প, যেখানে দেখা যায় সারা শহরে একটি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ মানুষকে আক্রমণ করছে। এতে একজন মানুষ আক্রমণাত্মক হয়ে অন্যজনকে কামড় দিয়ে শরীরে রক্তক্ষরণ ঘটাবে আর এতে করে ভাইরাস একজন থেকে ভিন্ন জনে ছড়িয়ে পড়ছে। গল্পের

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

শুরু থেকেই আসা যাক, একটি চেকপোস্টে গাড়ি থামিয়ে সেখানে গোটা গাড়িতে জীবাণুনাশক ছোটানো হচ্ছে। ড্রাইভার দায়িত্বরত ব্যক্তিকে এর বিষয়ে জানতে চাইলে জানায় একটি বয়োটেক ক্যামিক্যাল কোম্পানিতে কিছুটা সমস্যা হবার ফলে এই ব্যবস্থা। অন্যদৃশ্যে দেখা যায় শিয়োকু নামের একজন যুবক একটি শেয়ার ফার্মের ম্যানেজার, তিনি অফিস করছেন এবং ল্যাপটপে সারাদেশে ভাইরাসের আক্রমণে মাছসহ অন্যান্য পশু মারা যাবার সংবাদে তিনি কিছুটা বিষন্ন হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ তিনি তার অধঃস্তন কর্মকর্তাকে ডেকে তাদের সমস্ত শেয়ার বিক্রি করে দেবার আদেশ দেন, যদিও অধঃস্তন কর্মকর্তা ম্যানেজার শিয়োকুকে এমন কাজ না করতে অনুরোধ করেন এবং বলেন- এতে করে ছোট ব্যবসায়ীরা শেষ হয়ে যাবে। শিয়োকু সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেন না, বরং অধঃস্তন কর্মকর্তাকে মনে করিয়ে দেন তিনি কাজ করেন কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার্থে। শিয়োকু বেশ সফল একজন মানুষ হিসাবেই প্রতীয়মান, আর তিনি যে ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তা এবং ব্যক্তি স্বার্থ নিয়েই বেশ উদ্দিগ্ন তাই তার মাঝে প্রকট আকারে পরিলক্ষিত হয়। শিয়োকুর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়, সে তার মা এবং ছোট মেয়ের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকেন। কাজের ব্যস্ততায় মেয়ের প্রতি সেভাবে নজর দিতে না পারায় সামনে জন্মদিন হওয়ায় মেয়ে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করবার আবদার জানায়, অনেক মিনতি করবার পর শিয়োকু মেয়ে শোয়ানকে সেখানে নিয়ে যেতে সম্মত হন। এখানে স্পষ্ট হয়ে লক্ষ করা যায় শিয়োকুর কাছে তার ক্যারিয়ার সব থেকে বেশি মূল্যবান হবার ফলে কাছের মানুষের ছোট ছোট ইচ্ছের মূল্য সেভাবে করে তাকে ভাবায় না, তিনি মনে করেন অর্থই মূল। আর সেই অর্থের খোঁজ শিয়োকুকে পরিবার থেকে বহুগুণে দূরে ঠেলে দেয়।

বুসান যাবার উদ্দেশ্যে বাবা-মেয়ে বুসানগামী একটি ট্রেনে গিয়ে ওঠে। ততক্ষণে তাদের শহরে যে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের মাঝে তা তারা খেয়াল করে না। ট্রেন বুসানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবার আগ মুহূর্তে সবার অলক্ষে ভাইরাসে আক্রান্ত একটি মেয়ে আহত অবস্থায় ট্রেনে উঠে পড়ে তার জীবন বাঁচাতে, তার থেকে মূলত সারা ট্রেনে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে বাঁচার চেষ্টায় সংঘবদ্ধ হতে থাকে, যাত্রাপথের স্টেশনগুলোও আক্রান্ত মানুষে ছয়লাব হয়ে পড়ায় ট্রেনটি আর কোথাও থামে না। ট্রেনে সুস্থ মানুষের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে, ভাইরাস মানুষের দ্বারা খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বেই প্রায় সবাই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পথের যাত্রীতে রূপান্তরিত হয়, জীবিত অবস্থায় কেবল পৌঁছাতে সক্ষম হয় ছোট্ট মেয়ে শোয়ান আর একজন গর্ভবতী নারী। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত শিয়োকু তার মেয়েকে বাঁচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে মেয়েকে বাঁচান। একজন বাবার জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম থেকে তার মেয়েকে বাঁচানোর কাহিনি নিয়েই মূলত এই চলচ্চিত্রটির কাহিনি। পাশাপাশি সংসারের চাপে পুরুষের ভালোবাসার

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

বহিঃপ্রকাশ কম হলেও তা কেবল পরিবারের জন্যই পরিশ্রমের চাদরে ঢেকে যায় তারই রূপ চিত্রিত হয়েছে ‘ট্রেন টু বুসান’ চলচ্চিত্রে।

চলচ্চিত্রে দক্ষিণ কোরিয়ান সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : ‘ট্রেন টু বুসান’ দক্ষিণ কোরিয়ান সংস্কৃতির আদলে সৃষ্ট একটি চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রে মানুষের পোশাক-আচার এবং সামাজিক মূল্যবোধের রূপ চিত্রিত হতে দেখা যায়। পারিবারিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষের একে-অপরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার, সম্মান প্রদর্শনের প্রক্রিয়া এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লক্ষ করা যায়। বিপদে মানুষের একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, আত্মকেন্দ্রিকতায় আবিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক প্রতিপালন প্রক্রিয়াও দারুণভাবে প্রতিফলিত হয় ‘ট্রেন টু বুসান’ চলচ্চিত্রে।

‘ট্রেন টু বুসান’ চলচ্চিত্রে মিশ্র সংস্কৃতির উপস্থিতি : মানুষ প্রায় সর্বত্রই একই রকম; ব্যক্তির চাহিদা, সংকট, পারিবারিক সমস্যা এ-সকল জিনিস প্রায় ধ্রুব হিসাবেই প্রতিটি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। চলচ্চিত্রের শুরুতেই সেসকল সংকট গুলোকে পরিচর্যা করে চলচ্চিত্র সামনের দিকে মনোনিবেশ করতে থাকে। তাই পারিবারিক সমস্যা দিয়ে সেই সংকটকে উপশম করতে একজন পিতার প্রচেষ্টা গুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কন্যার প্রতি পিতার অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে। একই সাথে যে সংকট এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মানুষকে ভাবিয়েছে তা কোভিড-১৯ এর সময় মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। যে মৃত্যু ভয় মানুষকে তাড়া করে ফেরে ‘ট্রেন টু বুসান’ চলচ্চিত্রে- সেই ভয় এই চলচ্চিত্র মুক্তির কিছুদিন পর গোটা বিশ্বের মানুষ অনুভব করে। তাই ‘ট্রেন টু বুসান’ মানুষকে আরও রক্ষণশীল অবস্থান থেকে ভাববার দুয়ার সুপ্রশস্ত করবার কাজটি করেছিল। যারা এই চলচ্চিত্র কোভিড-১৯ এর পূর্বে দেখেছিলেন তারা অবশ্যই অধিক পরিমাণে রক্ষণশীল হতে চেষ্টা করেছিলেন ভাইরাস থেকে বাঁচার প্রচেষ্টায়।

৭.২.৬ *Ip Man, 2008* (ইয়েপ ম্যান, চাইনিজ চলচ্চিত্র)

‘ইয়েপ ম্যান’ একটি ২০০৮ সালে নির্মিত জীবনী ভিত্তিক মার্শাল আর্ট ফিল্ম। ‘ইয়েপ ম্যান’ মার্শাল আর্টিস্ট কিংবদন্তি ব্রুস লির শিক্ষকের জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ফিল্মটি ইয়েপ-এর জীবনের ঘটনাগুলির উপর আলোকপাত করে সৃষ্ট, যে ঘটনাগুলি চিন-জাপান যুদ্ধের সময় ফোশান শহরে সংঘটিত হয়েছিল। ফিল্মটি পরিচালনা করেছিলেন উইলসন ইপ। ছবিটি চিন এবং হংকংয়ের মধ্যে একটি সহ-প্রযোজনা ছিল।

‘ইয়েপ ম্যান’ ছিল এই সিরিজের প্রথম চলচ্চিত্র। এটি ১০ ডিসেম্বর ২০০৮-এ বেইজিং-এ প্রিমিয়ার হয় এবং ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮-এ হংকং-এ থিয়েটারে মুক্তি পায়, সমালোচক এবং দর্শকদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা পায়। ছবিটি মুক্তির আগে, রেমন্ড ওং ঘোষণা করেছিলেন যে একটি সিক্যুয়াল হবে; ‘ইয়েপ ম্যান ২’ শিরোনামের একটি দ্বিতীয় কিস্তি এপ্রিল ২০১০ সালে মুক্তি পায়, ‘ইয়েপ ম্যান ৩’ শিরোনামের একটি তৃতীয় কিস্তি ২০১৫ সালে মুক্তি পায় এবং “ইয়েপ ম্যান ৪ : দ্যা ফিনালে” ২০১৯ সালে মুক্তি পায়।

চলচ্চিত্রের কাহিনি সংক্ষেপ : ১৯৩৫ সাল, ফোশান দক্ষিণ চীনা মার্শাল আর্টের একটি কেন্দ্র, যেখানে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্ররা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে। ইয়েপ ম্যান সেই শহরের সবচেয়ে দক্ষ মার্শাল আর্টিস্ট, অন্যান্য মাস্টারদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। কোনো মার্শাল আর্টিস্ট তার সঙ্গে লড়াইয়ে যুক্ত হতে চাইলে তিনি বন্ধ ঘরে লড়াইয়ের আমন্ত্রণ জানান যাতে তার কাছে পরাজিত হয়ে সমাজের মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন না হতে হয়। তবে একদিন ইউয়ান নামে একজন স্থানীয় যুবক তার হারিয়ে যাওয়া ঘুড়ি খুঁজতে গিয়ে লুকিয়ে দেখে ফেলেন ইয়েপ তার সহকর্মী কুংফু মাস্টার লিউকে একটি প্রীতি ম্যাচে পরাজিত করেন এবং ইউয়ান নামের যুবকের দ্বারা সেই সংবাদ শহরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে মানুষের মাঝে ইয়েপ এর সামর্থ্যের খবর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এভাবে অনেকেই ইয়েপকে পরাজিত করতে আসেন কিন্তু পারেন না, হঠাৎ করে শুরু হয় চীন-জাপান যুদ্ধ। সকল অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়, ইয়েপ এর বাড়ি জাপানিজ সেনারা তাদের সদর দফতর হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। একে যুদ্ধকালীন সংকটে সকলের মতো ইয়েপ চরম অর্থ সংকটে পতিত হোন পাশাপাশি গৃহহীন হয়ে পড়েন। তবে কারো থেকে সাহায্য নিয়ে নিজের জীবন নির্বাহ করবার মতোন মানুষ ইয়েপ নন, তার সামর্থ্যবান বন্ধুরাও সে কথা জানেন। তাই পরিবারের সদস্যদের ক্ষুধা নিবারণের স্বার্থে ইয়েপ একটি কয়লার খনিতে কাজ নেন। সেখানে ইয়েপ গিয়ে দেখেন অনেক মার্শাল আর্টের মাস্টার সেখানে আগে থেকেই কাজ করছেন। যদিও ইয়েপকে দেখে অনেকেই অবাক হোন, তবে ইয়েপ জীবিকার তাগিদে কোনো কাজকেই ছোট করে দেখতে রাজি নন। একদিন সেখানে জাপানিজ সৈন্যরা আসেন এবং জানায় তাদের সামরিক বাহিনীর জেনারেল মার্শাল আর্টের ভক্ত তাদের সঙ্গে গিয়ে যদি কেউ জাপানিজ মার্শাল আর্টে পারদর্শী জেনারেলের সামনে জাপানিজ সৈন্যদের হারাতে পারে তাহলে যতজনকে হারাতে পারবে ততগুলি ছোট চালের থলি পাবেন। ক্ষুধায় জ্বালায় দিকিদিগ জ্ঞানশূন্য মানুষ রাজি হয়ে যায়, যারা যায় তাদের থেকে কেউ কেউ আর ফেরত আসে না। ইয়েপ বিষয়টা নজর করেন, তিনি বিষয়টা পুরোপুরি জানতে পরের দিন নিজেই যেতে রাজি হোন এবং সেখানে গিয়ে পুরোটা জানতে পারেন। ইয়েপ তার জাতীয়তাবোধের জায়গা থেকে চরম অপমানিত

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

বোধ করেন এবং জাপানিদের প্রতি তার ঘৃণা শতগুণে বেড়ে যায়, ফলস্বরূপ তিনি একত্রে ১০ জন সৈন্যকে আহ্বান করেন তার সঙ্গে মার্শাল আর্টে অংশ নিতে। একত্রে দশজনকে পরাজিত করতে দেখে উপর থেকে জেনারেল রীতিমত অবাক হয়ে যান এবং ইয়েপকে রোজ এখানে আসতে হুকুম দেয়। ইয়েপ দ্বিতীয়বার ওদের মুখোমুখি হতে অস্বীকৃতি জানায়, ওরা পাগলের মতো ইয়েপকে খুঁজতে থাকে। পরবর্তী সময়ে ইয়েপকে না পেয়ে তার কাছের মানুষদের ওপর জাপানিরা অত্যাচার চালাতে শুরু করে, এই খবর জানতে পেরে ইয়েপ স্বেচ্ছায় বেরিয়ে আসেন এবং জেনারেলের সঙ্গে লড়াই করতে সম্মতি জানায়। সেই লড়াইয়ে ইয়েপ হাজার মানুষের সামনে নিজের দেশের এবং দেশের মানুষের ওপর জাপানিদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে থাকেন। ইয়েপ রক্তাক্ত করে দেন জেনারেলকে, জেনারেলের এই পরিণতি দেখে এক জাপানি সৈন্য ইয়েপের ওপর গুলি চালিয়ে দেয় তাতে উপস্থিত জনতা সকল বাধা উপেক্ষা করে অস্ত্রধারী জাপানিদের ওপর চড়াও হয়ে হত্যা করে ফেলে সবাইকে। ইয়েপের শরীরে গুলি প্রবেশ করলেও তাকে মেরে ফেলা সম্ভব হয়নি, শেষ দৃশ্যে দেখা যায় ইয়েপকে গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছেন তার স্ত্রী, পুত্র আর বন্ধু। পরবর্তীকালে ইয়েপ হংকং শহরে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে মার্শাল আর্টের স্কুল স্থাপন করেন।

চলচ্চিত্রে চাইনিজ সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : ‘ইয়েপ ম্যান’ চলচ্চিত্রটি চাইনিজ সমাজ-সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ উপাদানের সঙ্গে অঙ্গীভূত এক নির্মাণ। এখানে খাদ্য, খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া, রান্না, পোশাক, বাজার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে মার্শাল আর্ট পর্যন্ত সকল কিছুই চাইনিজ সমাজ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে চাইনিজদের জীবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়েই মূলত কাজ করা হয়েছে। আর যার জীবনের অনুকরণে এই চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে তিনি একজন প্রখ্যাত মার্শাল আর্টিস্ট, মার্শাল আর্ট একটি চাইনিজ ঐতিহ্যগত বিষয়। তাই গোটা চলচ্চিত্র জুড়ে একটি বিষয়কেই প্রাধান্য দেবার অভিপ্রায় ছিল যে সমাজ যতই বিবর্তিত হোক কিংবা আধুনিক হয়ে উঠুক না কেন মার্শাল আর্ট তার আবেদন হারাবে না। কারণ এটি তাদের দেশীয় ঐতিহ্য এবং একই সাথে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আত্মরক্ষার স্বার্থে হলেও মার্শাল আর্ট শেখাটা অনিবার্য। এভাবেই দেশীয় সংস্কৃতিকে নানাভাবে সামনে এগিয়ে আনার পাশাপাশি দেশাত্মবোধকে জাগিয়ে রাখবার প্রেরণা প্রদানের প্রয়াস ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায় ‘ইয়েপ ম্যান’ চলচ্চিত্রে।

‘ইয়েপ ম্যান’ চলচ্চিত্রে মিশ্র সংস্কৃতির উপস্থিতি : চলচ্চিত্রটি চিন-জাপান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে জাপানিজ সৈন্যদের অবর্ণনীয় অত্যাচার, নিপীড়ন এবং অমানবিক আত্মসী মনোভাব থেকে চাইনিজদের ঘুরে দাঁড়িয়ে

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। এখানে সংকট গুলোকে চাইনিজ সমাজ ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেন্দ্রিক দেখানো হলেও মানুষের মাঝে শোষকের প্রতি ঘৃণা, মজলুমের প্রতি জালিমের অত্যাচার কোথায় গিয়ে যেন এক বিন্দুতে মিলিত হয়। সেই নিপীড়কের প্রতি নিপীড়িতের যে প্রতিরোধ তা যেন গোটা বিশ্বের অত্যাচারিত মানুষের কণ্ঠের সঙ্গে মিশে গেছে। এই চিৎকার সকল পরাধীন মানুষের চিৎকার, এই ঘুরে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার সকল শান্তিকামী সাধারণ মানুষের হুংকার।

৭.২.৭ *Winter Sleep, 2014* (উইন্টার স্লিপ, তুর্কি চলচ্চিত্র)

উইন্টার স্লিপ ২০১৪ সালের নুরি বিলগে পরিচালিত একটি তুর্কি চলচ্চিত্র, যা আন্তন চেখবের উপন্যাস ‘দ্যা ওয়াইফ’ এবং ফিওদো দস্তয়েভস্কির “দ্যা ব্রাদার্স কারামাজভের” একটি উপপ্লট থেকে গৃহীত। গল্পটি আনাতোলিয়ায় কেন্দ্রিক এবং সেখানে তুরস্কের ধনী ও দরিদ্রের পাশাপাশি শক্তিশালী ও ক্ষমতাহীনদের পরীক্ষা বিচার করে। এটি বেশ দীর্ঘ গতির একটি চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রটি তিন ঘণ্টা ষোল মিনিট দৈর্ঘ্যের।

চলচ্চিত্রের কাহিনি সংক্ষেপ : প্রাক্তন অভিনেতা আইদিন ক্যাপাডোসিয়ায় একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত হোটেলের মালিক, পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সম্পত্তিও রয়েছে যা তিনি স্থানীয় ভাড়াটেদের কাছে ভাড়া দেন। তিনি এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষের তুলনায় আরো সুন্দর জীবনযাপন করেন। শিক্ষিত-ধনী হওয়ায় তিনি স্থানীয় সংবাদপত্রের জন্য কলাম লেখা এবং তুর্কি থিয়েটারের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে তার সময় ব্যয় করেন, যার সম্পর্কে তিনি একদিন একটি বই লেখে শেষ করবার আশা করেন। একদিন আইদিন এবং তার সহকারী হিদায়াত গ্রামে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই জানালার কাঁচে একটি পাথর আঘাত করে এবং গাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙে যায়। গাড়িতে পাথর ছোঁড়া ছেলেটির নাম ইলিয়াস- ইসমাইলের ছেলে আইদিনের ভাড়াটেদের একজন, যিনি ভাড়া পরিশোধে কয়েক মাস পিছিয়ে ছিলেন। হিদায়াত যখন ইলিয়াসের বাবার মুখোমুখি হয়, তখন দেখা যায় যে আইদিনের লোকেরা ইতিমধ্যেই কিছু লোক পাঠিয়েছেন যারা ইসমাইলের টেলিভিশন এবং রেফ্রিজারেটর নিয়ে গিয়ছিল এবং প্রতিরোধ নেবার জন্য পুলিশ ইসমাইলকে মারধর করে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসমাইলের ভাই হামদি হস্তক্ষেপ করেন। হামদি এখানকার স্থানীয় ইমাম, যিনি কাঁচ ভাঙার ঘটনার ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য ইলিয়াসকে আইদিনের কাছে নিয়ে আসেন। তবে এতে কোনো লাভ হয় না বরং এটি কেবল আইদিনকে বিরক্ত করে। তখন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার মাথায় একটি কলাম লেখার ইচ্ছে জন্মায়, যেখানে তিনি ভাবেন একজন ইমাম কি করে সামাজে তার ভালো কাজের

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

দ্বারা নিজের স্থাপন করতে পারেন। আইদিন এভাবে নিজের মতোন একটি জগৎ তৈরি করে নিয়েছিলেন সেখানে তার এক রোখা স্বভাব, অপরের প্রতি তার বিদ্রোহপূর্ণ আচরণ তার আশেপাশের মানুষের সাথে তার সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলেছিল। এসবের কারণে তার ঘরে থাকা স্ত্রী এবং বোনের সঙ্গেও তার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। তার একগুঁয়েমিপনা সম্পর্কগুলোকে তেজ করে তোলে, যদিও শেষে গিয়ে তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন এবং তার জন্য অনুসূচনা করেন। মুভিটি অত্যধিক ধীর হওয়া সত্ত্বেও মানুষের নিগূঢ় আবেগকে প্রকাশে সফল।

চলচ্চিত্রে তুর্কি সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : এখানে তুরস্কের নৈস্বর্গিক সৌন্দর্য্য, পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান সকল কিছুই পরিলক্ষিত হয়। মানুষের আন্তঃসম্পর্কের ধরন, রাগ-ক্ষোভের প্রকাশ সকল বিষয়ই চলচ্চিত্রটিকে তুর্কি সংস্কৃতির বার্তা বাহক রূপে প্রতীয়মান।

উইন্টার স্লিপ চলচ্চিত্রে মিশ্র সংস্কৃতির উপস্থিতি : চলচ্চিত্রের মূল চরিত্র একজন প্রাক্তক থিয়েটার অভিনেতা, তিনি হোটেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। পাশাপাশি নিজের সময় কাটানোর জন্য স্থানীয় পত্রিকায় কলাম লেখেন। এখন শুরুতেই লক্ষ করা যাক তার ব্যবসা সম্বন্ধে, কেননা তিনি একজন হোটেল ব্যবসায়ী, তিনি কাদের জন্য হোটেল ভাড়া দেন তা চলচ্চিত্রের শুরুতেই লক্ষ করা যায়— এক চাইনিজ দম্পতি তার হোটেলে ফিরছেন এবং অবশ্যই তারা টুরিস্ট। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের মূল চরিত্রের পেশাকে বৈশ্বিক ভাবে একটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে যে তুরস্ক একটি টুরিস্ট স্পট। এছাড়াও মানুষের মাঝে যেসকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মানসিকভাবে তাকে পীড়া দেয় সেসব সর্বত্রই বিরাজমান, এসকল সীমাবদ্ধতার গল্পগুলো সবার। আর আপন মানুষের সান্নিধ্য মানুষ কাঙ্গালের মতোন করে পেতে চায় তাও যেন সবার প্রার্থনা, এ যেন সংস্কৃতির মিশ্রতার মোড়কে গাঁথা।

৭.২.৮ *Shoplifters*, 2018 (শপ্লিফটারস্, জাপানিজ চলচ্চিত্র)

শপ্লিফটারস্ [*Shoplifters*] হল একটি ২০১৮ সালের জাপানি চলচ্চিত্র যা হিরোকাজু কোরে-এডা রচনা, পরিচালনা এবং সম্পাদনা করেছেন। জাপানের দারিদ্র্যতা এবং দোকানপাট নিয়ে প্রতিবেদনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কোরে-এডা একটি পরিবারকে চিত্রা করে চিত্রনাট্য লিখেছেন।

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

চলচ্চিত্রের কাহিনি সংক্ষেপ : টোকিওতে একটি পরিবার দারিদ্র্যের মধ্যে সবাই একসাথে বাস করে; যাদের মাঝে হ্যাটসু একজন বয়স্ক মহিলা যিনি বাড়ির মালিক এবং তার মৃত স্বামীর পেনশন দিয়ে বাকিদের আর্থিকভাবে সমর্থন করেন; নোবুয়ো, যিনি একটি পোশাক শিল্প কারখানায় কাজ করেন; তার স্বামী ওসামু একজন দিন মজুর তার পায়ের গোড়ালি মোচকে যাবার পর তার চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়; আকি, যিনি একটি ক্লাবে জব করেন এবং শোটা, একটি ছোট ছেলে।

ওসামু এবং শোটা নিয়মিতভাবে দোকান থেকে জিনিসপত্র চুরি করে, যোগাযোগের জন্য হাতের সংকেতের একটি সিস্টেম ব্যবহার করে। ওসামু শোটাকে বলে যে জিনিসগুলি বিক্রি করা হয়নি সেগুলি চুরি করা ভালো, কারণ সেগুলি কারো অন্তর্গত নয়। এক ঠাণ্ডার রাতে ওসামু এবং শোটা ইউরিকে একটি অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দায় তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখে এবং তাকে তাদের সাথে বাড়িতে নিয়ে আসে। তারা কেবল তাকে রাতের খাবার খাওয়ানোর জন্য রাখতে চায়, কিন্তু মেয়েটির শরীরে বীভৎস আঘাতের চিহ্ন দেখে তারা ইউরিকে নিজেদের কাছে রেখে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

ইউরি তার নতুন পরিবারের সাথে আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ওসামু এবং শোটার কাছ থেকে টাকা ছাড়া কী করে কেনাকাটা করতে হয় তা শিখতে থাকে। ওসামু শোটাকে বাবা এবং ইউরিকে তার বোন হিসাবে ডাকার জন্য অনুরোধ করে, কিন্তু শোটা তাতে অনিচ্ছুক। পরিবারটি টেলিভিশনে জানতে পারে যে প্রায় দুই মাস পর পুলিশ ইউরির হারিয়ে যাবার বিষয়ে তদন্ত করছে; ইউরির বাবা-মা কখনো তার নিখোঁজ হওয়ার কথা পুলিশকে না জানানোয় পুলিশ ইউরির বাবা-মাকেই সন্দেহ করে এবং তদন্ত শুরু করে। এ সংবাদে ওসামুর পরিবার কিছুটা সংশয়ে পড়ে যায়, তারা ইউরির চুল নতুন স্টাইলে কেটে দেয় এবং তার পুরানো কাপড় পুড়িয়ে তার নাম পরিবর্তন করে 'লিন' রেখে দেন।

হ্যাটসু তার স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলের সাথে দেখা করেন, যার কাছ থেকে তিনি নিয়মিত সংসারের অর্থ পান। গোটা পরিবারের সবাই মিলে সমুদ্র পরিদর্শন করতে বের হয় এবং বৃদ্ধা হ্যাটসু সম্ভ্রুটি প্রকাশ করে যে সে একাকী মৃত্যুবরণ করবে না। ঐ রাতেই বাড়িতে ঘুমের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। ওসামু এবং নোবুয়ো তার মৃত্যুর খবর এড়িয়ে তার পেনশনের অর্থ সংগ্রহ চালিয়ে যাবার জন্য হ্যাটসুকে তারা বাড়ির নিচেই কবর দেয় যাতে কেউ জানতে না পারে।

অন্যদিন ওসামু একটি গাড়ি থেকে একটি পার্স চুরি করে, শোটা এতে অস্বস্তি বোধ করে কারণ সে এই চুরিটিকে তাদের কর্মকাণ্ডের নৈতিকতা বিরুদ্ধ কাজ হিসাবে বিবেচনা করে। নোবুয়ো এবং ওসামু শোটাকে একটি

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

লক করা গাড়িতে খুঁজে পাওয়ার পর শোটা এই পরিবারে যোগদানের কথা স্মরণ করে। ইউরিকে চুরি করতে শেখানোর কারণে শোটা ধীরে ধীরে অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। একদিন শোটা ইউরিকে নিয়ে একটি ফলের দোকানে যায়, সেখানে শোটা নিজেই চুরি করছিল— সে চায়নি ইউরি আর এসবের মাঝে পুনরায় প্রবেশ করুক। তবে ইউরি বাচ্চা মেয়ে তাই সে শোটাকে চুরি করতে দেখে নিজেও স্কাটের নিচে কিছু লুকাতে চেষ্টা করে তবে শোটা এবিষয়ে লক্ষ করে এবং বুঝতে পারে এতে করে ইউরি দোকানিদের কাছে ধরা পড়ে যাবে তাই শোটা নিজেই কিছু জিনিস সবার সামনে থেকে নিয়ে দৌড় দেয় যাতে সবার নজর ভিন্ন দিকে থাকার সুবাদে ইউরি খুব সহজেই সেখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারে। তবে এই ঘটনায় শোটা তার পা ভেঙে ফেলে লাফিয়ে পালাতে গিয়ে এবং হাসপিটালে ভর্তি হয়।

শোটা হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং পুলিশ তাকে আটক করে। ইউরি এবং আকির সাথে পালানোর চেষ্টা করার পরে নোবুয়ো এবং ওসামুও ধরা পড়ে। কর্তৃপক্ষ ইউরির বৃত্তান্ত ও হ্যাটসুর মৃত্যু আবিষ্কার করে এবং শোটাকে জানায় যে পরিবার তাকে পরিত্যাগ করতে চলেছে। পুলিশ আকিকে জানায়, নোবুয়ো এবং ওসামু আগে আত্মরক্ষার স্বার্থে নোবুয়ের বদ স্বামীকে হত্যা করেছিল এবং হ্যাটসু আকির বাবা-মায়ের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করছিলেন সংসারের প্রয়োজনে।

নোবুয়ো ওসামুকে রক্ষা করার জন্য অপরাধের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে নেন এবং তাকে কারাগারে দণ্ডিত করা হয়। শোটাকে এতিমখানায় রাখা হয়। ওসামু এবং শোটা কারাগারে নোবুয়ের সাথে দেখা করে এবং নোবুয়ো শোটাকে যে গাড়িতে তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন তার বিশদ বিবরণ দেন যাতে সে তার বাবা—মায়ের সন্ধান করতে পারে। শোটা এতিমখানার নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে ওসামুর সাথে রাতভর থাকে। যখন শোটা জিজ্ঞেস করে, ওসামু কী সত্যি তাকে হাসপিটালে রেখে পালিয়েছিল? ওসামু শোটার কাছে তার দায় স্বীকার করে এবং ওসামু জানায় যে সত্যি তিনি শোটার বাবা হবার যোগ্যতা রাখেন না। তবে শোটা ওসামুর থেকে বিদায় নেবার সময় নিজের অজান্তেই ওসামুকে ‘বাবা’ বলে ডেকে ওঠে।

চলচ্চিত্রে জাপানি সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : ‘শপলিফটারস’ চলচ্চিত্রটি মূলত জাপানি পরিবারকে কেন্দ্র করেই নির্মিত। নানান জায়গার থেকে নানান মতাদর্শের মানুষ একটি ছাদের নিয়ে এসে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নির্বিবাদে এসে থাকছে। যেখানে অর্থ, খাদ্য কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদের অভাব থাকলেও মানুষগুলো একটি পারিবারিক বন্ধনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচবার আকুতিতে একত্রিত হয়েছেন। এখানে জাপানি সংস্কৃতির মাঝে মানুষের কর্ম ব্যস্ততা মানুষের

মাঝে পরিবার কেন্দ্রিক চিন্তাধারা থেকে অনেকাংশেই বিচ্যুতি ঘটিয়েছে, এই বিভেদগুলো কিছু মানুষের মাঝে একত্রে থাকবার স্পৃহাকে শত-সহস্র গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে যার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে ওসামুর পরিবার। যদিও এখানে জাপানিজ পোশাক, বাসস্থান, তাদের পারিবারিক সৌহার্দ্যতা এবং খাদ্য সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়। একই সাথে সেখানকার কাজের পরিবেশ, রাস্তাঘাট সম্পর্কেও চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে জাপানের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বেশ চোখে পড়ার মতোন এবং চলচ্চিত্রে এর প্রভাব গল্পের পট পরিবর্তনে বেশ জোরালো অবস্থান সৃষ্টি করে দেয়।

শপ্লিফটার্স চলচ্চিত্রে মিশ্র সংস্কৃতির উপস্থিতি : দিন শেষে মানুষ ঘরে ফিরতে চায়, মানুষ এমন একটি আশ্রয় খোঁজে যেখানে সে তার সবটুকু গচ্ছিত রাখতে পারে। রাখতে পারে তার ভালোবাসা, প্রেম, আবেগ আর সুখ। সেই সুখের খোঁজে হয়তো গোটা বিশ্ব হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে এখান থেকে ওখানে। এই তাড়নার দায় হয়তো সবার, হয়তো পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তেই সেই খোঁজ চলমান।

৭.২.৯ *A Separation, 2011* (এ সেপারেশন, ইরানি চলচ্চিত্র)

‘এ সেপারেশন’ ২০১১ সালে নির্মিত একটি ইরানি চলচ্চিত্র যা আসগর ফারহাদি রচিত এবং পরিচালিত। এটি একটি ইরানি মধ্যবিত্ত দম্পতির উপর ফোকাস করে যারা আলাদা হয়ে যায়; বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের কারণে তাদের মেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

‘এ সেপারেশন’ ২০১২ সালে সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্রের জন্য একাডেমি পুরস্কার জিতে নেয়, এটি প্রথম কোনো ইরানি চলচ্চিত্র হিসাবে পুরস্কার জয় করে।

চলচ্চিত্রের কাহিনি সংক্ষেপ : ‘এ সেপারেশন’ চলচ্চিত্রটি ইরানি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সংকট-সমস্যা নিয়ে নির্মিত একটি চলচ্চিত্র। যেখানে শুরুতেই ডিভোর্স কেস নিয়ে এক দম্পত্তিকে বিচারকের সামনে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। স্ত্রীর অভিযোগ ভিসা পাওয়া সত্ত্বেও নিজেদের এবং তাদের এগারো বছরের মেয়ের কথা চিন্তা করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য দেশ ছাড়তে তার স্বামী রাজি নন। স্বামী জানান, তিনি তার অসুস্থ বাবাকে রেখে কোথাও যাবেন না। স্ত্রী পুনরায় জানায়, তার বাবা তাকে এখন আর চিনতে পারেন না- তবুও তিনি বাবাকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে যেতে নারাজ। স্বামী নিজে রাজি না হবার ফলে তাদের মেয়েও বাবাকে ছেড়ে যেতে চায় না, তাই স্ত্রী রাগে-অভিমানে বিচ্ছেদের আবেদন করেছেন। স্বামীও তাকে এ-বিষয়ে বারণ করছেন না তার

অহংবোধের জায়গা থেকে। মাঝখান থেকে বয়ঃসন্ধিকালে এসে মেয়েটা একটি ট্রমার মধ্য দিয়ে দিন পার করছে। স্ত্রী বাসায় এসে স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, যাবার আগে তার শ্বশুরের দেখভাল করতে একজন কাজের মানুষের ব্যবস্থা করে দিয়ে যান। প্রথমদিন ভালো মতোই সব চলছিল, দুদিন পর লোকটি বাসায় এসে দেখলেন কাজের মহিলা বাসায় নেই এবং তার বাবার হাত বেডের সাথে বাঁধা। একই সাথে বৃদ্ধ লোকটি বেড থেকে নিচে পড়ে গিয়ে জীবন বিপন্ন প্রায়। অনেকক্ষণ পরে গিয়ে অসুস্থ বাবাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হোন, খানিকবাদে মহিলা তার ছোট্ট মেয়েকে সঙ্গে করে ফিরে আসেন। লোকটি তাকে দেখে রীতিমত রেগে যান এবং তাদের বেরিয়ে যেতে বলেন। মহিলা সেদিনের বেতন না নিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানালে লোকটি রাগের মাথায় কিছুটা ধাক্কা দিয়ে মহিলাকে বের করে দেন এবং মহিলা সিঁড়িতে পড়ে যান। পরে জানা যায় তিনি গর্ভবতী ছিলেন এবং তার গর্ভে থাকা চার মাসে বাচ্চাটি মারা যায়। এই নিয়ে মহিলার স্বামী গৃহস্বামীর নামে হত্যা মামলা করে, সেই মামলাকে কেন্দ্র করে কাহিনি এগিয়ে যায়। শেষে মামলার নিষ্পত্তির স্বার্থে অর্থের দ্বারা মামলা তুলে দিতে রাজি হয় বাদিপক্ষ, তবে লোকটি শর্ত দেয় যে আল-কোরআন এ হাত রেখে বলতে হবে তার গর্ভে থাকা সন্তানের মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। তখন মহিলা আর আল-কোরআন স্পর্শ করবার সাহস পান না, তখন জানা যায় ঐ ঘটনার আগের দিন তিনি রাস্তায় একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খান এবং রাতে ভীষণ ব্যাথা অনুভূত হয়। তাই তিনি নিশ্চিত নন তার গর্ভের সন্তানের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। পরের দিন আবার কোর্টে দেখা যায়- শুরুতে যাদের ডিভোর্স কেস চলছিল তারা আবার একত্রে বিচারকের সামনে; এবার তাদের মেয়ের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়, “তোমার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হচ্ছে, তুমি কি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছো- তুমি কার সঙ্গে থাকবে?” এখানেই চলচ্চিত্রের যবনিকাপাত।

চলচ্চিত্রে ইরানি সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : চলচ্চিত্রটির অধিকাংশ দৃশ্য ঘরের ভিতরে হবার কারণে ইরানের শহর সম্পর্কে সেভাবে জানা না গেলেও কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত শটের মাধ্যমে হালকা ধারণা পাওয়া যায়। চলচ্চিত্রে ইরান যে একটি মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেখানে প্রতিটি মানুষ প্রথম সাক্ষাতে ‘সালাম’ দিয়ে তারপর আলাপ শুরু করেন যা ইরানি মুসলিম সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই প্রতীয়মান। নারী এখানে গৃহবন্দি নয়, বরং পুরুষের তালে তাল মিলিয়েই সর্বত্র ছুটে চলেছে, নারী শিক্ষার প্রতিও চলচ্চিত্রে একটি ধনাত্মক ধারণা প্রদান করে থাকে। যেখানে চলচ্চিত্রের মুখ্য দম্পতিকে মেয়ের শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে বারবার উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায়। এমন কি যে মহিলা বাসার কাজ করতে এসেছিলেন তার ছোট বাচ্চা মেয়েটার কাঁধেও বই ভর্তি ব্যাগ শোভা পায়। একই সাথে সেখানকার নারী পর্দাশীল এবং কর্মব্যস্ত। তবে কথায় কথায় সৃষ্টিকর্তার নামে

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

প্রতিজ্ঞা করবার রীতি লক্ষ করা যায়, যেমন – আল্লাহর কসম (বহুবার শোনা যায়)। এসকল বিষয় খুব সহজেই ইরানি সংস্কৃতির স্বকীয়তাকে নির্দেশ করে।

এ সেপারেশন চলচ্চিত্রে মিশ্র সংস্কৃতির উপস্থিতি : মানুষের প্রতি মানুষের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বর্তমান সময়ে এসে রীতিমত চরমে পৌঁছেছে। মানুষ ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে দায়িত্বশীলতার বিষয়ে বেশ উদাসীন। এরই ফলিত রূপ বারবার নানাভাবে এই চলচ্চিত্রে পরিলক্ষিত হয়। এখানে মূল সংকট হচ্ছে বিচ্ছেদ, একটি পরিবারে বিচ্ছেদের পরিণতি ভোগ করে তাদের সন্তান আর সেই অভিশপ্ততার গল্পই নানাভাবে আরও হরেক রকম সংকটের জন্ম দেয়। এই বিচ্ছেদের সংখ্যা আশংকাজনক হারে বর্তমান সময়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে পারিবারিক সংকট। পাশাপাশি মানুষের পরের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলবার প্রবণতা মানুষকে একে অন্যের থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তার অহংবোধ, নিজেকে সঠিক ভেবে এগিয়ে চলা, ছোট ভুলেও কখনো ক্ষমা না চাইবার প্রবণতা একটি সম্পর্কের উপর কতটা বাজে প্রভাব পড়তে তা খুব দারুণভাবে ‘এ সেপারেশন’ চলচ্চিত্রে দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন চলচ্চিত্র পরিচালক।

৭.২.১০ *Aynabaji*, 2016 (আয়নাবাজি, বাংলাদেশি চলচ্চিত্র)

বাংলাদেশি অপরাধধর্মী থ্রিলার চলচ্চিত্র ‘আয়নাবাজি’ ২০১৬ সালে মুক্তি লাভ করে। ছবিটির পরিচালক অমিতাভ রেজা চৌধুরী ও প্রযোজক কনটেন্ট ম্যাটারস লিমিটেড। ছবির কাহিনি ও চিত্রনাট্য লিখেছেন গাউসুল আলম শাওন ও অনম বিশ্বাস। এই চলচ্চিত্রে মূল চরিত্রগুলোতে অভিনয় করছেন চঞ্চল চৌধুরী, মাসুমা রহমান নাবিলা এবং পার্থ বড়ুয়া। কারাদণ্ড প্রাপ্ত আসামীদের বদলে ভাড়ায় জেলখাটা আয়না (চঞ্চল), তার বান্ধবী হুদি (নাবিলা) এবং ক্রাইম রিপোর্টার সাবেরের (পার্থ) জীবনের প্রেম-আনন্দ-বেদনা নিয়ে অপরাধ জগতের ছায়ায় এগিয়েছে চলচ্চিত্রটির কাহিনি।

চলচ্চিত্রটি ২০১৬ সালের ১৭ মে কান চলচ্চিত্র উৎসবের মার্শে দ্যু ফিল্ম বিভাগে প্রদর্শিত হয়। পরে ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে মুক্তি পায়। নভেম্বর মাসের ১২ থেকে ১৫ তারিখ মানহেইম-হেইডেলবের্গ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটির ৪টি প্রদর্শনী হয়। দর্শক-সমালোচক উভয়ের কাছেই চলচ্চিত্রটি প্রশংসিত হয়।

চলচ্চিত্রের কাহিনি সংক্ষেপ : সবাই জানে যে শরাফত করিম আয়না জাহাজে কুকের (বাবুর্চি) কাজ করে এবং সেকাজে মাঝে মধ্যে দুই-তিন মাসের জন্য চলে যায়; যখন আসেন তখন পুরান ঢাকায় ছোটদের একটি নাটকের

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

স্কুল চালায়, সেখানেই থাকে। তবে আসলে সে এসময়ে কারাদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের হয়ে জেল খাটে আর স্থানীয় হলিউড স্টুডিওর পরিচালক গাউসুল তাকে অর্ডার এনে দেয়। ছবির প্রথমদিকে দেখা যায় নারী-নির্যাতন মামলার আসামী ব্যবসায়ী কুদ্দুস সিদ্দিকীর বদলি জেলখাটার জন্য লোক পেতে তার উকিল গাউসুলের সাথে যোগাযোগ করে, গাউসুল আয়নাকে জানায়। আয়না কুদ্দুসের সাথে দেখা করে এবং দ্রুত তার আচার-আচরণ রপ্ত করে ফেলে। আদালতে কারাদণ্ডদেশ পেয়ে জেলে নেয়ার পথে পুলিশের যোগসাজশে কুদ্দুস ও আয়না বদলাবদলি করে; আয়না জেলে চলে যায় আর কুদ্দুস পার্টি করে বেড়ায় এবং রাতে গিয়ে মামলাকারী নির্যাতিত তানিশার বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরিও করে। *দৈনিক সকাল বেলা* পত্রিকার রিপোর্টার সাবের হোসেন তানিশার সাক্ষাৎকার নিতে গেলে সে এসব জানায়, সাবের তখন খোঁজ-খবর নেয়া শুরু করে।

মামলার রায়ের সময় জেল থেকে কুদ্দুসরূপী আয়নাকে বের করে পথে আসল কুদ্দুসের সাথে বদল করে আদালতে নেয়া হয়; তাদের অনুসরণকারী সাবের এসব দেখতে পেলেও দুর্ভাগ্যক্রমে ছবি তুলতে ব্যর্থ হয়। মামলায় কুদ্দুস খালাস পায়, আয়নাও ঘরে ফেরে। নাটকের স্কুলে গিয়ে তার চেনা-পরিচয় হয় তাদের মহল্লার নতুন প্রতিবেশী তরুণী হৃদির সাথে, আয়নার না-থাকা সময়টাতে সে ওখানে যাওয়া শুরু করেছিল। পরে আয়নার সাথে তার প্রায়ই পথে-বাজারে দেখা হয়, কথা হয়। এদিকে রিপোর্টার সাবের আয়নাকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞাসাবাদ করে, আয়না কৌশলে সেসব এড়িয়ে যায়।

এর মধ্যে আয়না নতুন কাজ পায়, উচ্চবিত্ত পরিবারের এক পাগলাটে ছেলে তাদের ড্রাইভারের ছেলেকে খুন করেছে, আয়নাকে বদলি হাজত বাস করতে হবে। কিন্তু সাবের আয়নার বাড়ির সামনে ভোর থেকে অপেক্ষা করে পিছু নেয়ার জন্য। বিভিন্ন ছলেবলে কৌশলে আয়না তাকে এড়িয়ে জেলে চলে যায়, ফেরে কয়েক মাস পর। ফেরার পর হৃদি দেখা করতে এসে অনুযোগ করে, তাকে না বলে চলে যাবার জন্য। আয়না তাকে শোনায় সেবার কাম্পিয়ান সাগরে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ার কাহিনি। রিপোর্টারের পিছু নেয়াতে অতিষ্ঠ হয়ে আয়না বাসা বদল করে নদীর ওপারে গিয়ে থাকতে শুরু করে। বাসা খুঁজতে তাকে সাহায্য করে হৃদি। ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এরই মাঝে তারা ঠিক করে সিলেটে বেড়াতে যাবে; আয়নাও অপরাধ জগৎ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু রওনা দেবার দিন সকালে নিজাম সাঈদের গুন্ডারা আয়নাকে ধরে নিয়ে যায়। রাজনীতিবিদ নিজাম সাঈদ চৌধুরী এক স্কুল শিক্ষককে খুন করেছে, এখন জেলে তার বদলি হিসাবে আয়নাকে পাঠাতে চায়, কিন্তু আয়না ওকাজ ছেড়ে দিয়েছে বলে জানায়। নিজাম অর্থ, অভিনয় প্রভৃতির প্রলোভন দেখায় এবং শেষে জোর করে তাকে কাজ করতে বাধ্য করে। ওদিকে স্টেশনে অপেক্ষা করছিল হৃদি, সিলেটের ট্রেন

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

ছেড়ে যায়, আয়না আসে না, হৃদি ফিরে যায় ভাঙা মন নিয়ে। আয়না নিজাম সাঈদ চৌধুরী সেজে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

রিপোর্টার সাবের আয়নাকে পূর্বের ঠিকানায় না পেয়ে খোঁজা খবর নেয়া শুরু করে। এর মধ্যে আদালতে নিজামের ফাঁসির রায় হয়। আসল নিজাম পালিয়ে যায়, আয়না পড়ে থাকে কারাগারে। নিজাম পরে গুন্ডা লাগিয়ে গাউসুলকে মেরে ফেলে যাতে করে আয়না তার আসল পরিচয় প্রমাণ করতে না পারে এবং সে-ই যেন ফাঁসিতে ঝোলে। রিপোর্টার সাবের এরই মধ্যে মহল্লার পুরির দোকানদার মজনুর কাছ থেকে আয়নার সব খবর জানতে পারে। হৃদির সাথে দেখা করে সে তাকে সব বলে। ততদিনে হৃদির বাবা স্ট্রোক করে মারা গেছেন। সাবের জানায়, বছর সাতেক আগে আয়নার মার চিকিৎসার জন্যে টাকা সংগ্রহ করতে আয়না প্রথম একাজে নেমেছিল, পরে মায়ের মৃত্যুর পরও অভিনয়ের টানে সে এই কাজ চালিয়ে গেছে। হৃদি জেলে গিয়ে আয়নার সাথে দেখা করে, ফিরে আসে কাঁদতে কাঁদতে। সাবের আয়নার খবর পত্রিকায় ছাপতে চাইলেও সম্পাদক তা প্রত্যাখ্যান করেন।

জেলে নিজামরূপী আয়নার সাথে মাঝে মধ্যে কথা হয় কারারক্ষী বুড়ো লাবু মিয়ার। সহমর্মী লাবু মিয়াকে আয়না একবার অভিনয় করতে প্ররোচিত করে, নিজাম সাঈদ চৌধুরীর চরিত্রে অভিনয়। সরলমনা লাবু মিয়াকে নিজাম সাজিয়ে আয়না নিজে লাবু মিয়া সাজে এবং জেল থেকে পালিয়ে যায়।

চলচ্চিত্রের শেষে কিছু খণ্ড দৃশ্য দেখা যায় আয়না সাবেরকে ফোন করে আসল নিজামের ঠিকানা জানিয়ে দেয় এবং পুলিশও তাকে গ্রহণতার করে। শেষদৃশ্যে আয়না ও হৃদি তাদের শেখানো ছোটদের নাট্যাভিনয়ে তাদের দেশ দেখতে থাকে।

চলচ্চিত্রে বাংলাদেশি সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : উপর্যুক্ত আলোচনায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে গবেষক একটি চলচ্চিত্রকে মূলত একটি দেশের প্রতিনিধিত্বশীল অবস্থান থেকে বিশ্লেষণের পরিকল্পনা করেছেন। তাই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ করবার স্বার্থে বাংলাদেশিদের মাঝে সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাঙালি জাতিকেই প্রতিনিধিত্বশীল অবস্থায় রেখে সংস্কৃতির বিশ্লেষণে গবেষক ব্রতী হয়েছেন। *আয়নাবাজি* চলচ্চিত্রটি বেশ জনপ্রিয় একটি বাংলাদেশি চলচ্চিত্র, আধুনিক নির্মাণ শৈলীর অসাধারণ নৈপুণ্য দেখানোর প্রয়াস নির্দেশক উক্ত চলচ্চিত্রে করেছেন। আর এর গল্প সম্বন্ধীয় আলোচনা পূর্বেই আলোচনা করেছি যাতে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব গল্পের বুননেই তা বেশ দারুণভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। আর এই নজির যদি চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গে আলোকপাত করি তাহলে শুরুতেই

যখন *আয়নাবাজি* চলচ্চিত্রের নায়ক চঞ্চল চৌধুরীকে প্রথমবার পর্দায় দেখা যায় তখনই তাকে দর্শক মাছ বাজারে দেখে, পাশাপাশি কালিবাউশ মাছ কেনার সময় তার অভিনয় নৈপুণ্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সামর্থ্যের বাইরে থাকলেও বিক্রেতাকে মানিয়ে মাছটি তিনি কিনে ফেলেন কেবল সুস্বাদু প্রক্রিয়ায় রান্নার বর্ণনা দিয়ে। প্রচলিত প্রবাদ আছে— মাছে—ভাতে বাঙালি। তারই নজির স্থাপন করে নির্মাতা গল্পটা যে বাঙালির গল্প তাই শুরুতেই এক প্রকার জানান দিয়ে দিলেন। অন্যদিকে চলচ্চিত্রের স্থানগুলোর দ্বারা সচেতনভাবেই ঐতিহ্যবাহী ঢাকাকে উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। শুরুতেই একটি বায়বীয় শটে ঢাকার ঘনত্ব, সদরঘাট আর মসজিদের দৃশ্য ঢাকাকে দারুণভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলাদেশ আয়তনের তুলনায় অধিক জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্পন্ন একটি দেশ যেখানে মানুষের জীবিকার বৈচিত্র্যের পাশাপাশি মানুষের মাঝে অপরাধ প্রবণতাও বেশি। যা চলচ্চিত্রের গল্পের বুনে বেরিয়ে আসে, বৈশ্বিক অর্থনীতির বেহাল দশা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে নিম্ন আয়ের মানুষকে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করে তার অর্থনৈতিক দৈন্যতা নিরসনে। তাই অর্থ যে বাংলাদেশি সংস্কৃতিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাও বেশ পরিষ্কার রূপে প্রতীয়মান হয়েছে ‘*আয়নাবাজি*’ চলচ্চিত্রে। পাশাপাশি লক্ষ করা যায়, চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্র শরাফাত করিম আয়নার অভিনয়ের প্রতি বিশেষ অনুরাগ তাকে উক্ত অপরাধে অভিনয়ের বৈচিত্র্যের কারণে প্রবুদ্ধ করে, একই সঙ্গে কাজের ফাঁকে যখন তিনি হাজতের বাইরে থাকেন তখন একটি থিয়েটার স্কুলের সঙ্গে তাকে যুক্ত থাকতেও দেখা যায়। অর্থাৎ বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে যে শিল্পের বীজ প্রোথিত আছে তা বাঙালি যে খুব সহজেই পরিহার করতে পারে না তারই নজির পর্দায় পরিলক্ষিত হয়।

আয়নাবাজি চলচ্চিত্রে মিশ্র সংস্কৃতির উপস্থিতি : *আয়নাবাজি* বাংলাদেশের অন্যতম একটি ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের আধুনিক নির্মাণ শৈলীর প্রভাব বেশ দারুণভাবে পরিলক্ষিত হয় উক্ত চলচ্চিত্রে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে আয়নাবাজি চলচ্চিত্রে মিশ্রতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, কেননা গোটা বিশ্বের সর্বত্র অপরাধ প্রবণতার ধরন কম—বেশি একই রকম আর তাই এই ঘটনা বাংলাদেশি সংস্কৃতির সঙ্গে গল্পের বুনে লেপ্টে থাকলেও মূল ঘটনা কখনোই বিষয়বস্তুর আঞ্চলিকতাকে প্রদর্শন করে না বরং বৈশ্বিকতার আলোকেই কাহিনি ডালপালা মেলতে শুরু করে। মানুষের অনুকরণের প্রবৃত্তিকে গল্পের নায়ক তার অভিনয় নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় নিমগ্ন ছিলেন, যা কোনো আঞ্চলিকতায় আবদ্ধ নয় বরং বৈশ্বিকতায় প্রবুদ্ধ। মানুষ তার পরিস্থিতির কারণে জীবন যাত্রায় পরিবর্তন নিয়ে আসে, এমন পরিবর্তন সর্বজনীনভাবে বৈশ্বিকভাবে লক্ষ করা যায়— মানুষ তার পরিস্থিতির কারণে কিংবা কখনো আর্থিক দৈন্যতায় জড়িয়ে পড়লে দিক—বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তুলনামূলক সহজ পথে অধিক উপার্জনের মোহে আবিষ্ট হয় এবং অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয়। সেই অপরাধের সূত্র ধরেই পুলিশের সঙ্গে আঁতাত করে জেল

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

হাজতে বদলি হিসাবে হাজং বাসের বিষয়টাও বেশ প্রচলিত প্রাচীন অপরাধ। অর্থাৎ বিষয় বস্তুর দিক বিবেচনায় *আয়নাবাজি* চলচ্চিত্রের মাঝে একটি মিশ্রতার প্রভাব লক্ষ করা যায়, যার ফলে *আয়নাবাজি* একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির চলচ্চিত্র না হয়ে সর্বজনীন হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। এর গল্প এবং বিষয়বস্তুর কারণে পরবর্তী সময়ে ভিন্ন ভাষায় এই চলচ্চিত্রের পুনর্নির্মাণ লক্ষ করা গেছে, যা সংস্কৃতির বহুমুখী গ্রহণযোগ্যতার ফসল।

৭.৩ মাঠ জরিপ ও দর্শক মতামত

দর্শকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিরীক্ষণের লক্ষ্যে গবেষণার ক্ষেত্র অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন বয়স, শ্রেণি ও পেশার মানুষের সরাসরি মতামত সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে কাজের সুবিধার্থে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা সরবরাহ করা হয়, তবে উল্লেখ থাকে যে- অনেক সময়েই দর্শকের সঠিক প্রকৃতি নির্ণয় করার জন্য লিপিবদ্ধ প্রশ্নের বাইরেও আলাপচারিতার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি এও দেখা যায় যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী সব দর্শক সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতে আগ্রহী অথবা সক্ষম নন। নিউ মিডিয়া ও চলচ্চিত্র বিষয়ক দর্শক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্পাদিত জরিপে (ডিজিটাল মিডিয়া নির্ভর একটি সমীক্ষা, অনলাইন এবং অফলাইন ভিত্তিক) ব্যবহৃত প্রশ্নসমূহ প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে উল্লেখ করা হলো-

১. মাসে কয়টি চলচ্চিত্র দেখেন?
২. কোন মাধ্যমে চলচ্চিত্র বেশি দেখেন?
৩. অনলাইন মাধ্যমে চলচ্চিত্র কেন বেশি দেখা হয়?
৪. কোন ধরনের চলচ্চিত্র বেশি দেখা হয়?
৫. কোন ভাষার চলচ্চিত্র বেশি দেখা হয় কিংবা বেশি আকর্ষণ করে?
৬. সম্পূরক প্রশ্ন* চলচ্চিত্র (৫নং প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে) কেন ভালো লাগে?
৭. আগে কোন ধরনের চলচ্চিত্র দেখতেন? আর বর্তমানে কি দেখছেন? এবং এই পরিবর্তনের কারণ কি?
৮. বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বুঝতে সমস্যা হয় না? কি প্রক্রিয়ায় বিদেশি চলচ্চিত্র বুঝতে সক্ষম হন?
৯. (যদি উত্তর 'অনলাইন ভিত্তিক' হয়) মুক্ত মাধ্যম (অর্থাত্‌ বিনামূল্যে, যেমন : ইউটিউব) ও পেইড মাধ্যমে (যেমন : নেটফ্লিক্স) চলচ্চিত্র দেখবার অনুপাত কি রূপ?
১০. পেইড মাধ্যমে চলচ্চিত্র কেন দেখেন?
১১. সাম্প্রতিক সময়ে কিংবা আপনার দেখা একটি চলচ্চিত্রের নাম বলুন যেটা আপনার জীবনাচরণে প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে বা ভালো লেগেছে?

১২. আপনার পছন্দের একটি চলচ্চিত্রের নাম?
১৩. আপনার পছন্দের নায়ক-নায়িকার নাম?
১৪. বিদেশি চলচ্চিত্র দেখে কোনো পোশাক/গৃহস্থালি পণ্য/খাবার/ইলেকট্রিকেল যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য কিছু কেনার অভিজ্ঞা কিংবা কেনার ইচ্ছা জন্মেছে কি না?
১৫. আপনার দৃষ্টিতে বিদেশি চলচ্চিত্রের প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে কিরূপ প্রভাব পড়ছে?
১৬. উপর্যুক্ত পরিবর্তনগুলো আপনার দৃষ্টিতে কেমন? বৈশ্বিকতার মোড়কে এর অপহার্যতা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?
১৭. চলচ্চিত্র দেখতে বসলে কি একা দেখতে ভালো লাগে নাকি পরিবার-পরিজন/বন্ধু-বান্ধন/সহকর্মীদের নিয়ে দেখতে ভালো লাগে?
১৮. চলচ্চিত্র ছাড়াও অনলাইনে কি দেখতে পছন্দ করেন?
১৯. অনলাইনে কোন প্ল্যাটফর্মে বেশি সময় ব্যয় করা হয়ে থাকে?
২০. সেই প্ল্যাটফর্মে আপনি মূলত কি বেশি দেখেন?
২১. চলচ্চিত্র দেখে আপনি মূলত কি বার্তা নিতে চান বা কি শেখায় চলচ্চিত্র আপনাকে? (যেমন : পোশাক-আশাক/শিক্ষা/ব্যবহার/রাজনীতি/বন্ধুত্ব-প্রেম ইত্যাদি)
২২. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ে আপনার মন্তব্য?

৭.৩.১ অফলাইন জরিপ

সরাসরি দর্শকের সন্নিবিষ্ট পৌঁছানোর জন্য বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছাকর্মী প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন সংখ্যক সেট নিয়ে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে দর্শকের স্বহস্তে অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দর্শকের উত্তরের ভিত্তিতে নিজে লিপিবদ্ধ করে তথ্য সংগ্রহ করেন। এরূপ পূরণকৃত প্রশ্নপত্রাংশের নমুনা চিত্র উপস্থাপন করা হলো—

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

নিউ মিডিয়া ও চলচ্চিত্র বিষয়ক দর্শক অভিজ্ঞতার জরিপ
(ডিজিটাল মিডিয়া নির্ভর একটি সমীক্ষা)

তারিখ : ৩-০২-২৫ (সংক্ষিপ্তকরণে অংশগ্রহণ পূর্বসূচী)

জরিপ অংশগ্রহণকারীর তথ্য (বাতির সফল তথ্য এবং পরিচয় গোপন রাখা হবে)

নাম : Shubarna *বয়স : ৭১

*পেশা : Private Service *প্রতিষ্ঠানের নাম : Kazi Media Limited

প্রিকানা : Deapto TV মোবাইল নম্বর : ০১৭২০২০৭১০৩

E-mail Address : অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) :

প্রশ্নসমূহ

১. *মাসে কয়টি চলচ্চিত্র দেখেন?
উত্তর : ৯
২. *কোন মাধ্যমে চলচ্চিত্র বেশি দেখেন?
উত্তর : ☐ সিনেমা হল ☒ Netflix ☐ Amazon Prime ☐ Chorki (চরকি) ☐ Hoichoi (হুইচই)
☐ Youtube (ইউটিউব) ☐ অন্যান্য :
৩. (যদি উত্তর 'অনলাইন' (ডিজিটাল) হয়) অনলাইন মাধ্যমে চলচ্চিত্র কোন বেশি দেখা হয়?
উত্তর : অফিসিয়াল মেসেজিং গ্রুপসহ নিজের সুবিধামতে দেখা হয়
৪. *কোন ধরনের চলচ্চিত্র বেশি দেখা হয়?
উত্তর : ☐ Comedy ☐ Fantasy ☒ Science Fiction ☐ Comedy ☒ Crime ☐ Animation
☐ Others (অন্যান্য) :
৫. *কোন আকার চলচ্চিত্র বেশি দেখা হয় কিংবা বেশি আকর্ষণ করে?
উত্তর : ☒ বাংলা ☒ ইংরেজি ☐ হিন্দি ☐ তামিল ☐ তেলুগু ☐ কেরিডান
☐ জাপানিজ ☐ ফরাসিয়ান ☐ চাইনিজ ☐ উর্দু ☐ অন্যান্য :

নিউ মিডিয়া ও চলচ্চিত্র বিষয়ক দর্শক অভিজ্ঞতার জরিপ
(ডিজিটাল মিডিয়া নির্ভর একটি সমীক্ষা)

তারিখ : ০৩/০২/২৫ (সংক্ষিপ্তকরণে অংশগ্রহণ পূর্বসূচী)

জরিপ অংশগ্রহণকারীর তথ্য (বাতির সফল তথ্য এবং পরিচয় গোপন রাখা হবে)

নাম : মোঃ ইয়াসিন হামিদ *বয়স : ৪৭

*পেশা : সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার/ডাটা *প্রতিষ্ঠানের নাম : Kazi Media Limited

প্রিকানা : ০১৭২০২০৭১০৩ মোবাইল নম্বর : ০১৭৬৩৬৪৭৭৩

E-mail Address : অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) :

প্রশ্নসমূহ

১. *মাসে কয়টি চলচ্চিত্র দেখেন?
উত্তর : ২০+
২. *কোন মাধ্যমে চলচ্চিত্র বেশি দেখেন?
উত্তর : ☒ সিনেমা হল ☒ Netflix ☐ Amazon Prime ☐ Chorki (চরকি) ☐ Hoichoi (হুইচই)
☒ Youtube (ইউটিউব) ☐ অন্যান্য :
৩. (যদি উত্তর 'অনলাইন' (ডিজিটাল) হয়) অনলাইন মাধ্যমে চলচ্চিত্র কোন বেশি দেখা হয়?
উত্তর : Youtube
৪. *কোন ধরনের চলচ্চিত্র বেশি দেখা হয়?
উত্তর : ☒ Comedy ☐ Fantasy ☒ Science Fiction ☐ Comedy ☐ Crime ☒ Animation
☐ Others (অন্যান্য) :
৫. *কোন আকার চলচ্চিত্র বেশি দেখা হয় কিংবা বেশি আকর্ষণ করে?
উত্তর : ☒ বাংলা ☒ ইংরেজি ☒ হিন্দি ☐ তামিল ☐ তেলুগু ☐ কেরিডান
☐ জাপানিজ ☒ ফরাসিয়ান ☒ চাইনিজ ☐ উর্দু ☐ অন্যান্য :

চিত্র ৭.১ : অফলাইনে পরিচালিত জরিপফর্মের নমুনা

৭.৩.২ অনলাইন জরিপ

অনলাইনে দর্শক মতামত সংগ্রহ করার জন্য উপরোক্ত প্রশ্নের সেটই ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে একটি গুগোল লিঙ্ক ব্যবহার করে সরাসরি পৌঁছানো সম্ভব হয়নি এরকম অনেক দর্শকের মতামত সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। জরিপ কাজে ব্যবহৃত নিম্নোক্ত গুগোল লিঙ্ক এবং পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের কিছু অংশের নমুনা উপস্থাপন করা হলো—

<https://forms.gle/B3MqVW57TtNuJ96f8>



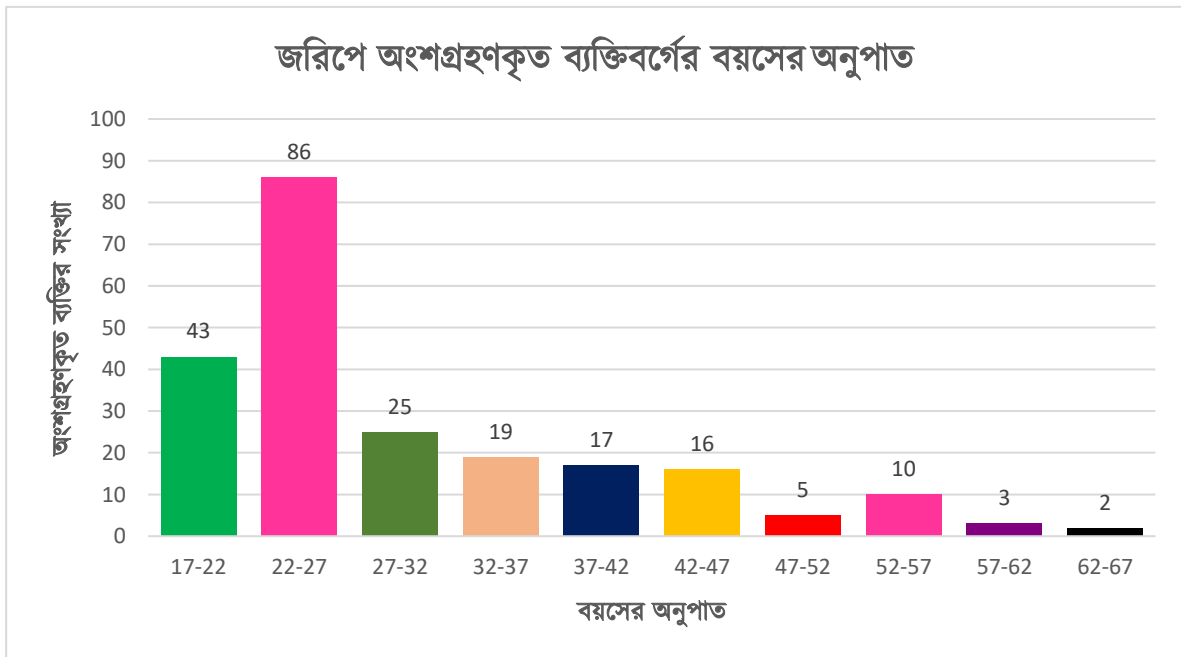
চিত্র ৭.২ : অনলাইনে পরিচালিত জরিপফর্মের নমুনা

৭.৪ সাংস্কৃতিক পরিবর্তির প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ

সংস্কৃতির সাম্প্রতিক পরিবর্তির ধরন এবং তার প্রবণতা অন্বেষণের স্বার্থে অনলাইন এবং অফলাইন ভিত্তিক প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে নানা বয়স এবং শ্রেণি-পেশার মানুষের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেখানে অনলাইন এবং অফলাইন মিলিয়ে সর্বমোট ২২৬ জনের অংশগ্রহণের দ্বারা উপর্যুক্ত প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে একটি জরিপ পারিচালিত হয়েছে। যার ফলাফল বক্ষ্যমাণ আলোচনায় নৈয়ায়িক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকবে। যেখানে জরিপে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের তথ্যের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক পরিবর্তিতে নিউ মিডিয়ায় চলচ্চিত্রের ভূমিকার পাশাপাশি অন্যান্য মাধ্যমের ভূমিকা সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহের প্রয়াস জারি থাকবে। একই সাথে বেশ কিছু চার্টের মাধ্যমে জরিপে সংগ্রহকৃত তথ্যের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে।

৭.৪.১ বয়স ভিত্তিক জরিপ

পূর্বেই জরিপে অংশগ্রহণকৃত মানুষের সংখ্যা যে, ২২৬ জন তা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমেই এই সংখ্যাটিকে গবেষণার স্বার্থে বয়সের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নেয়া হয়েছে, সেখানে লক্ষ করা যায় জরিপে অংশগ্রহণকৃত ব্যক্তিবর্গের মাঝে ১৭ থেকে ২২ বছর বয়সী ৪৩ জন, ২২ থেকে ২৭ বছর বয়সী ৮৬ জন, ২৭ থেকে ৩২ বছর বয়সী ২৫ জন, ৩২ থেকে ৩৭ বছর বয়সী ১৯ জন, ৩৭ থেকে ৪২ বছর বয়সী ১৭ জন, ৪২ থেকে ৪৭ বছর বয়সী ১৬ জন, ৪৭ থেকে ৫২ বছর বয়সী ৫ জন, ৫২ থেকে ৫৭ বছর বয়সী ১০ জন, ৫৭ থেকে ৬২ বছর বয়সী ৩ জন, ৬২ থেকে ৬৭ বছর বয়সী আছেন ২ জন।

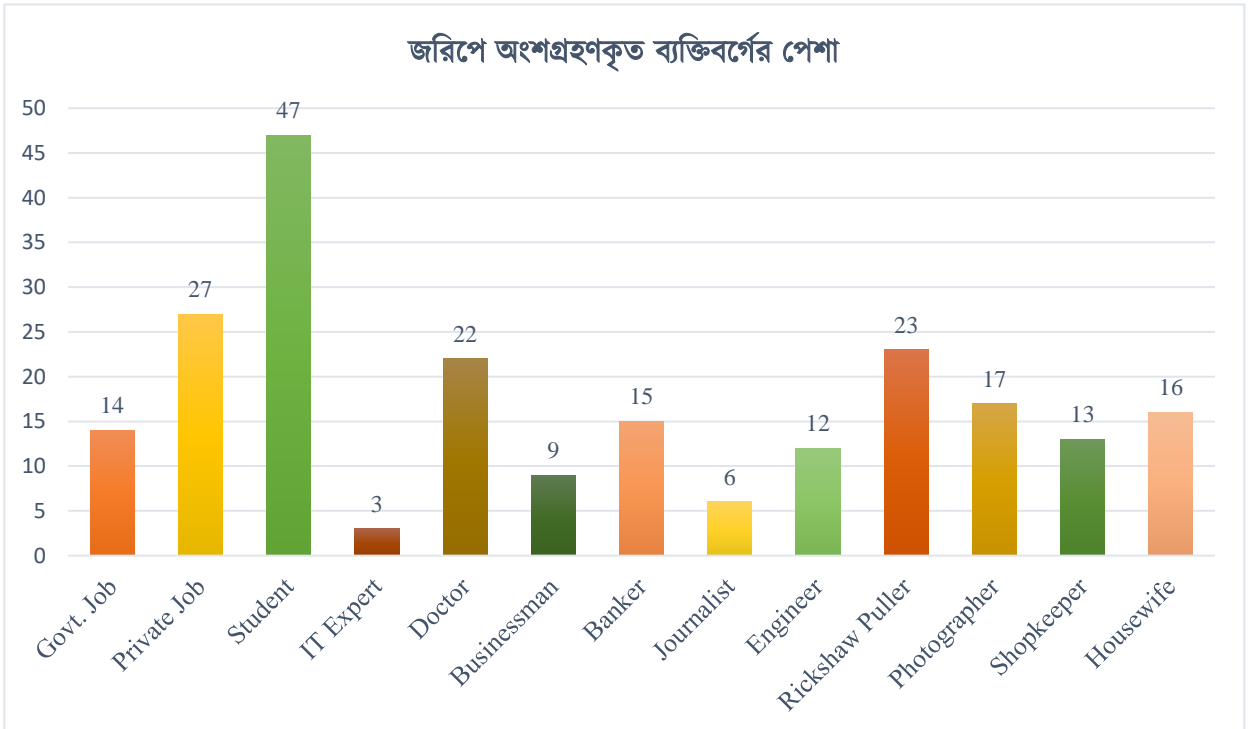


পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

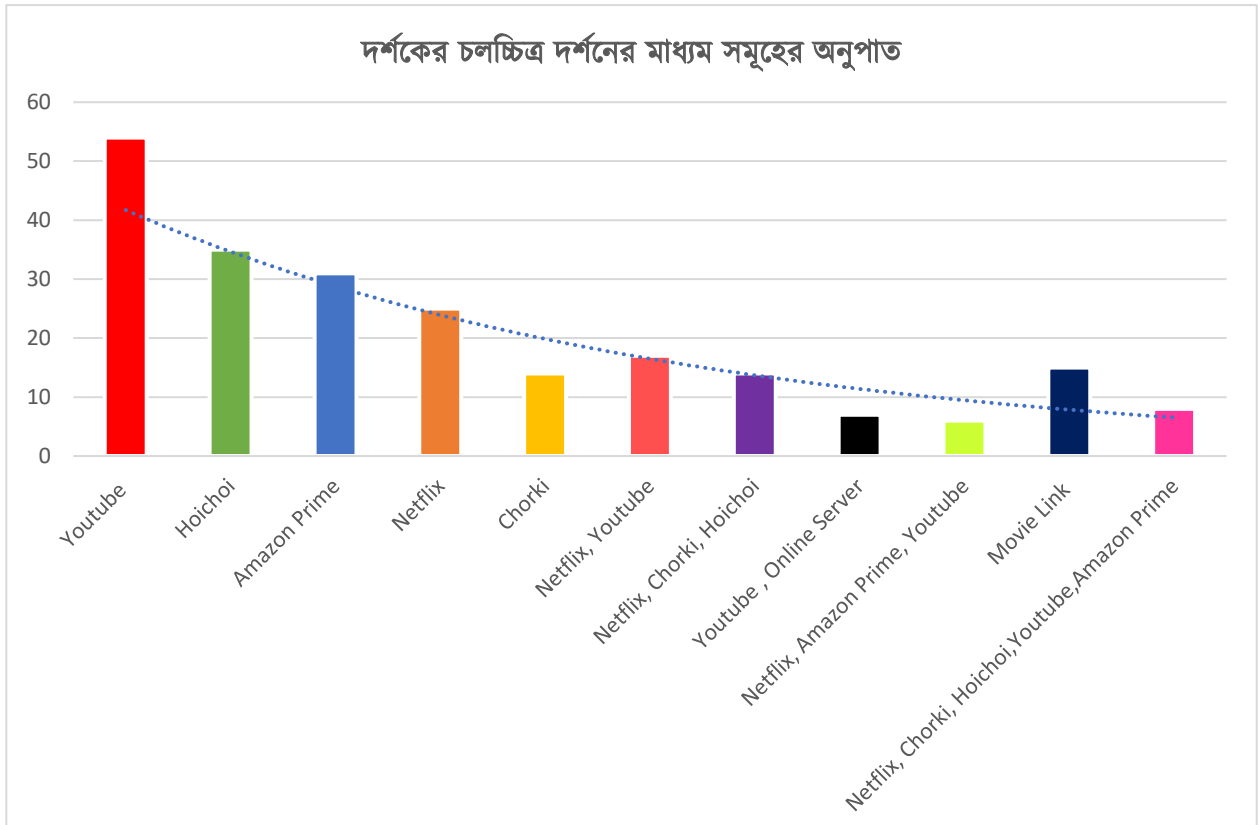
অর্থাৎ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে লক্ষ করা যাচ্ছে জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের মাঝে সর্বাধিক সদস্যের বয়স ২২ বছর থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। এতে করে নিউ মিডিয়ার প্রসার এবং ব্যপ্তিতে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর তরুণদের প্রতিনিধিত্বশীল মতামত গবেষণার উদ্দেশ্যকে বহুগুণে ত্বরান্বিত করবে। পাশাপাশি জরিপে অংশ নেয়া সবচেয়ে বয়স্ক মানুষের বয়সের অনুপাত ৬২ থেকে ৬৭ বছর পর্যন্ত, এই বয়সসীমায় ব্যক্তি আছেন ২ জন।

৭.৪.২ পেশা ভিত্তিক জরিপ

জরিপ পরিচালনার পূর্বেই সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ পরিকল্পিতভাবে নিশ্চিতের প্রয়াস রাখা হয়েছিল, যাতে করে জরিপের ফলাফল কখনোই একপেশে না হয়ে যায়। জরিপে অংশগ্রহণকারী ২২৬ জনের মাঝে সরকারি চাকুরীজীবী ১৪ জন, বেসরকারি চাকুরীজীবী ২৭ জন, শিক্ষার্থী ৪৭ জন, আইটি বিশেষজ্ঞ ৩ জন, ডাক্তার ২২ জন, ব্যবসায়ী ৯ জন, ব্যাংকার ১৫ জন, সাংবাদিক ৬ জন, প্রকৌশলী ১২ জন, রিকশা চালক ২৩ জন, ফটোগ্রাফার ১৭ জন, দোকানদার ১৩ জন এবং গৃহিণী অংশগ্রহণ করেছেন ১৬ জন।

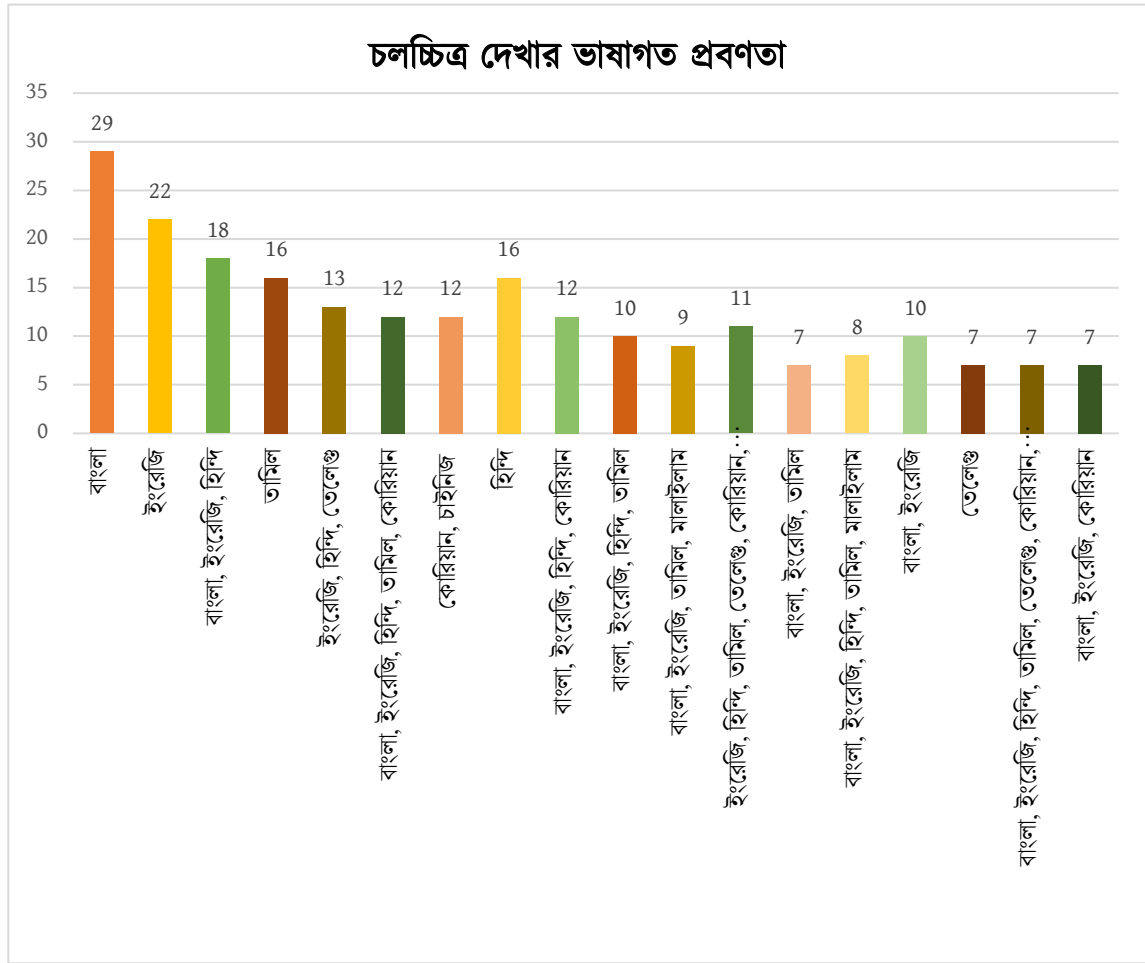


৭.৪.৩ চলচ্চিত্র দর্শন মাধ্যমের অনুপাত



জরিপে অংশ নেয়া দর্শকের চলচ্চিত্র দেখার মাধ্যমগুলোর মাঝে ২২৬ জনের ভিতর ইউটিউবে ৫৪ জন (২৩.৪৯ শতাংশ), হইচইয়ে ৩৫ জন (১৫.৪৮ শতাংশ), আমাজন প্রাইমে ৩১ জন (১৩.৭২ শতাংশ), নেটফ্লিক্সে ২৫ জন (১১.০৬ শতাংশ), চরকিতে ১৪ জন (৬.১৯ শতাংশ), নেটফ্লিক্স ও ইউটিউবে একত্রে ১৭ জন (৭.৫২ শতাংশ), নেটফ্লিক্স-চরকি ও হইচইয়ে একত্রে ১৪ জন (৬.১৯ শতাংশ), ইউটিউব ও অনলাইন সার্ভারে একত্রে ৭ জন (৩.০৯ শতাংশ), নেটফ্লিক্স- আমাজন প্রাইম ও ইউটিউবে একত্রে ৬ জন (২.৬৫ শতাংশ), মুভি লিংকে ১৫ জন (৬.৬৪ শতাংশ) এবং নেটফ্লিক্স- চরকি- হইচই- ইউটিউব ও আমাজন প্রাইমে একত্রে ৮ জন (৩.৫৪ শতাংশ) চলচ্চিত্র দেখে থাকেন। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে শতকরা হারে সর্বাধিক ২৩.৪৯ শতাংশ মানুষ চলচ্চিত্র দেখতে ইউটিউবের উপর নির্ভরশীল।

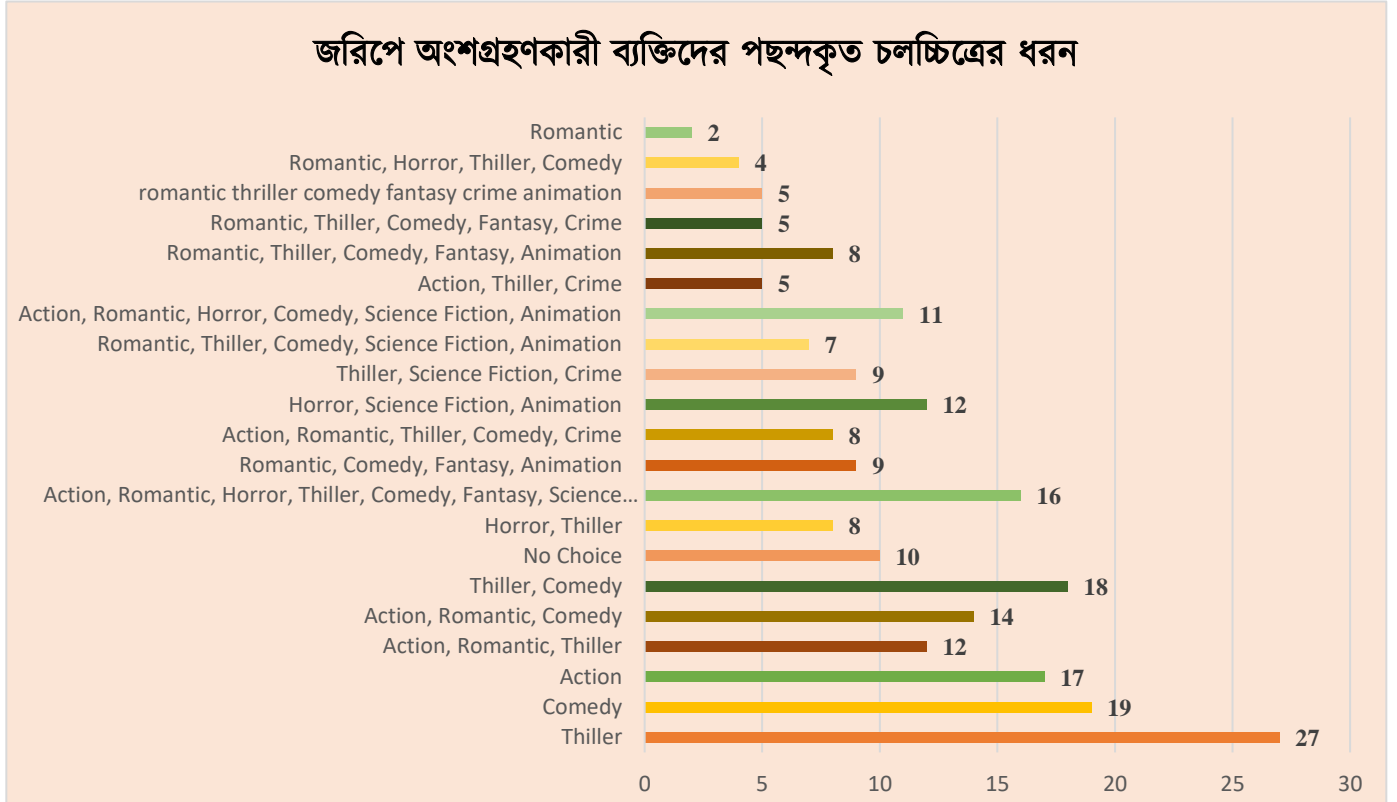
৭.৪.৪ চলচ্চিত্র দেখার ভাষাগত প্রবণতা



জরিপে অংশ নেয়া ২৯ জন বাংলা ভাষায়; ২২ জন ইংরেজি ভাষায়, বাংলা-ইংরেজি ও হিন্দিতে ১৮ জন; তামিল ভাষায় ১৬ জন; ইংরেজি, হিন্দি ও তেলেগু ভাষায় ১৩ জন; বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, তামিল ও কোরিয়ান ভাষায় ১২ জন; কোরিয়ান ও চাইনিজ ভাষায় ১২ জন; হিন্দিতে ১৬ জন; বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও কোরিয়ান ভাষায় ১২ জন; বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও তামিল ভাষায় ১০ জন; বাংলা, ইংরেজি, তামিল ও মালাইলাম ভাষায় ৯ জন; ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, কোরিয়ান, জাপানিজ, উর্দু ও চাইনিজ ভাষায় ১১ জন; বাংলা, ইংরেজি, তামিল ভাষায় ৭ জন; বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, তামিল ও মালাইলাম ভাষায় ৮ জন; কেবল বাংলা ও ইংরেজিতে ১০ জন; তেলেগুতে ৭ জন; বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, কোরিয়ান, জাপানিজ, মালাইলাম, টার্কিশ ও উর্দু ভাষায় ৭ জন এবং বাংলা, ইংরেজি ও কোরিয়ান ভাষায় ৭ জন চলচ্চিত্র দেখে থাকেন। এতে করে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মানুষ ধীরে ধীরে বিদেশি ভাষাকে রপ্ত করে ফেলছে চলচ্চিত্রের প্রতি বিশেষ আবেদনের

কারণে। এখানে চলচ্চিত্রের নির্মাণ এবং চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুর স্বকীয়তাই বিপুল সংখ্যক দর্শককে একটি ভিন্ন ভাষার চলচ্চিত্র দেখবার প্রবণতাকে বহুগুণে উস্কে দিচ্ছে।

৭.৪.৫ জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের পছন্দকৃত চলচ্চিত্রের ধরন



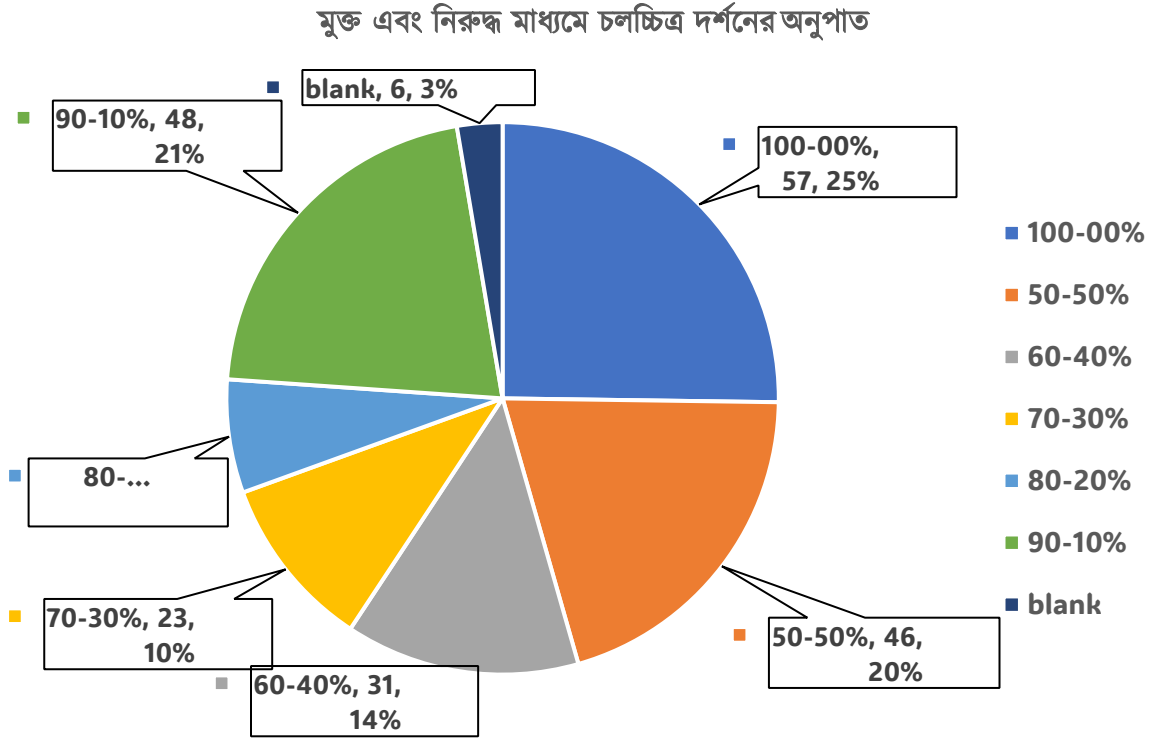
জরিপে অংশগ্রহণকারী ২২৬ জনের মাঝে রোমান্টিক চলচ্চিত্র দেখেন ২ জন; রোমান্টিক, থ্রিলার, কমেডি, ফ্যান্টাসি, ক্রাইম ও এনিমেশন চলচ্চিত্র দেখেন ৪ জন; রোমান্টিক, থ্রিলার, কমেডি, ফ্যান্টাসি ও এনিমেশন চলচ্চিত্র দেখেন ৫ জন; রোমান্টিক, থ্রিলার, কমেডি, ফ্যান্টাসি ও ক্রাইম দেখেন ৫ জন; রোমান্টিক, থ্রিলার, কমেডি, ফ্যান্টাসি ও এনিমেশন দেখেন ৮ জন; অ্যাকশন, থ্রিলার ও ক্রাইম দেখেন ৫ জন; অ্যাকশন, রোমান্টিক, হরর, কমেডি, সায়েন্স ফিকশন ও এনিমেশন দেখেন ৭ জন; থ্রিলার, সায়েন্স ফিকশন ও ক্রাইম দেখেন ৯ জন; হরর, সায়েন্স ফিকশন ও এনিমেশন দেখেন ১২ জন; অ্যাকশন, রোমান্টিক, থ্রিলার, কমেডি ও ক্রাইম দেখেন ৮ জন; রোমান্টিক, কমেডি, ফ্যান্টাসি ও এনিমেশন দেখেন ৯ জন; অ্যাকশন, রোমান্টিক, হরর, থ্রিলার, কমেডি, ফ্যান্টাসি, সায়েন্স ফিকশন ও ক্রাইম দেখেন ১৬ জন; হরর ও থ্রিলার ৮ জন; কোনো বিশেষ পছন্দ নেই ১০ জনের; থ্রিলার ও কমেডি দেখেন ১৮ জন, অ্যাকশন, রোমান্টিক ও কমেডি দেখেন ১৪ জন; অ্যাকশন, রোমান্টিক

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

ও থিলার দেখেন ১২ জন; শুধু অ্যাকশন দেখেন ১৭ জন; কমেডি ১৯ জন এবং কেবলমাত্র থিলার দেখেন ২৭ জন।

৭.৪.৬ মুক্ত [open] ও নিরুদ্ধ [closed] মাধ্যমে চলচ্চিত্র দেখার অনুপাত

অনলাইনে চলচ্চিত্র দেখবার ক্ষেত্রে দর্শক কী পরিমাণে মুক্ত মাধ্যম (অর্থাৎ বিনামূল্যে যেগুলোতে চলচ্চিত্র দেখবার সুযোগ থাকে, যেমন : ইউটিউব) এবং নিরুদ্ধ মাধ্যমের (অর্থাৎ ক্রয় করে চলচ্চিত্র দেখবার প্ল্যাটফর্ম, যেমন : নেটফ্লিক্স) ব্যবহার করে থাকেন তার একটি সমীকরণ সামনে আনা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে— ৫৭ জন মানুষ চলচ্চিত্র দেখার ক্ষেত্রে শতভাগ (১০০%-০০%) মুক্ত মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল, যার পরিমাণ শতকরা ২৫ শতাংশ; ৪৬ জন মানুষ চলচ্চিত্র দেখার ক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশ করে (৫০%-৫০%) মুক্ত এবং নিরুদ্ধ মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল, যার পরিমাণ শতকরা ২০ শতাংশ; ৩১ জন মানুষ চলচ্চিত্র দেখার ক্ষেত্রে (৬০%-৪০%) মুক্ত ও নিরুদ্ধ মাধ্যমে যথাক্রমে ৬০ ও ৪০ শতাংশ মানুষ চলচ্চিত্র উপভোগ করে থাকেন, যার পরিমাণ শতকরা ১৪ শতাংশ; ২৩ জন মানুষ চলচ্চিত্র দেখার ক্ষেত্রে (৭০%-৩০%) মুক্ত ও নিরুদ্ধ মাধ্যমে যথাক্রমে ৭০ ও ৩০ শতাংশ মানুষ চলচ্চিত্র উপভোগ করে থাকেন, যার পরিমাণ শতকরা ১০ শতাংশ; ১৫ জন মানুষ চলচ্চিত্র দেখার ক্ষেত্রে (৮০%-২০%) মুক্ত ও নিরুদ্ধ মাধ্যমে যথাক্রমে ৮০ ও ২০ শতাংশ মানুষ চলচ্চিত্র উপভোগ করে থাকেন, যার পরিমাণ শতকরা ৭ শতাংশ; ৪৮ জন মানুষ চলচ্চিত্র দেখার ক্ষেত্রে (৯০%-১০%) মুক্ত ও নিরুদ্ধ মাধ্যমে যথাক্রমে ৭০ ও ৩০ শতাংশ মানুষ চলচ্চিত্র উপভোগ করে থাকেন, যার পরিমাণ শতকরা ২১ শতাংশ এবং সর্বশেষ ৬ জন মানুষ জরিপে অংশগ্রহণ করলেও এ বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে নিজেদের বিরত রাখেন যাদের পরিমাণ শতকরা ৩ শতাংশ।

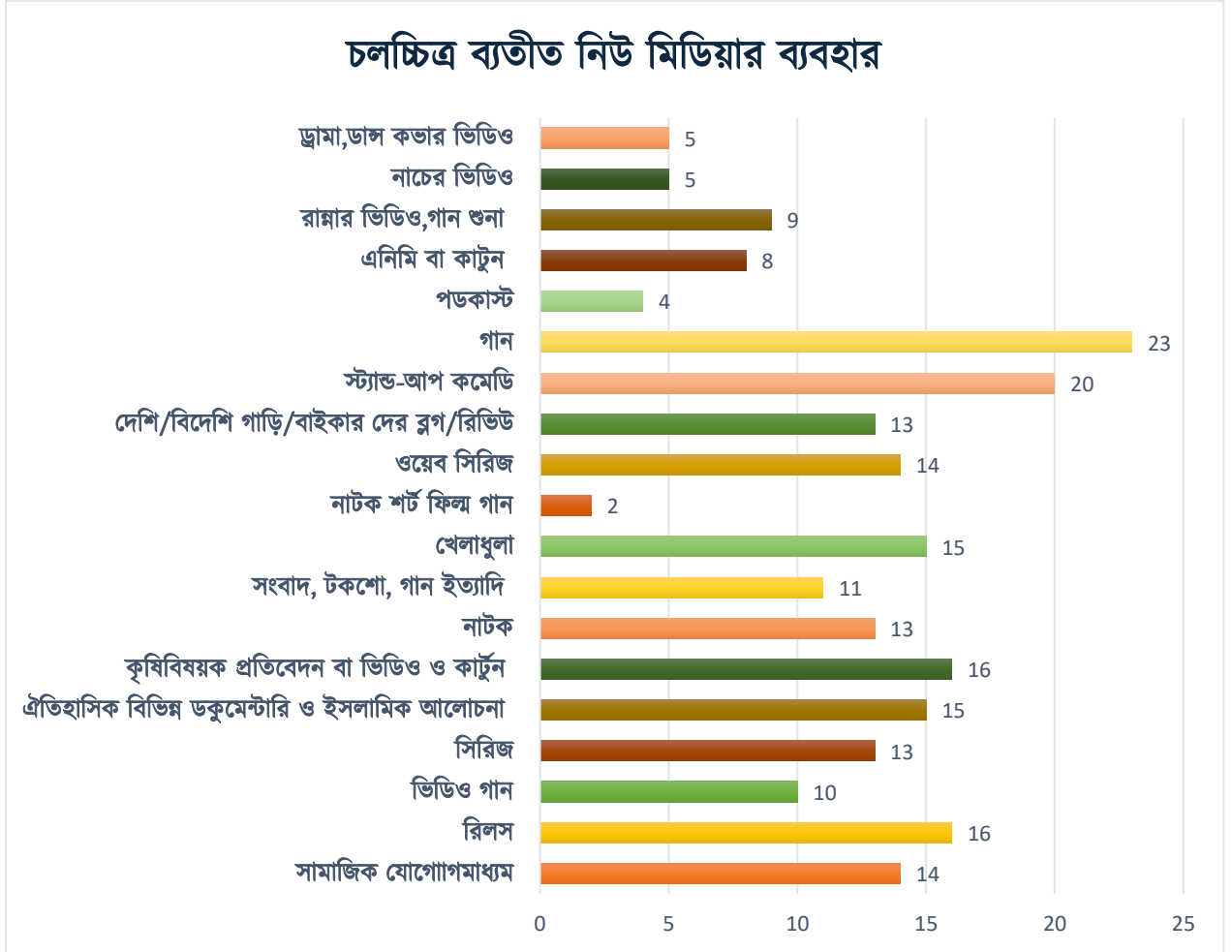


৭.৪.৭ চলচ্চিত্র ভিন্ন নিউ মিডিয়ার কনটেন্ট

শুরু থেকেই নিউ মিডিয়া যে বিশ্বব্যাপী বিকল্প গণমাধ্যম ধারণাকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সকল মানুষের নিকট বন্ধমূল করে তোলবার প্রয়াস চালাচ্ছে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিনোদন থেকে শুরু করে সকল সামাজিক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষ এখন নিউ মিডিয়ার উপরই অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ গোটা বিশ্বকে এক ছাদের নিচে নিয়ে আসার যে চলমান প্রক্রিয়ার কথা পূর্বে বলা হয়েছে এটি তারই সাক্ষ্য বহন করে। জরিপের মাধ্যমে এই তথ্যটিকেই আরও সুসংহত এবং বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে উপস্থাপনের প্রয়াস থেকে কিছু বিশেষ তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। চলচ্চিত্র নিউ মিডিয়ার অন্যতম প্রধান হলেও একমাত্র উপদান নয়, পাশাপাশি আরও অন্যান্য মাধ্যমের ব্যবহার মানুষের জীবনাচরণকে সহজ এবং বিনোদনমুখর করে তুলেছে। যেখানে নিউ মিডিয়ায় চলচ্চিত্রের পাশাপাশি জরিপে অংশগ্রহণকারীরা মোট ২২৬ জনের মধ্যে নিউ মিডিয়ার যে উপাদানটি বেশি উপভোগ করেন সেই ভিত্তিতে ড্রামা, ডান্স কভার ভিডিও দেখেন ৫ জন; নাচের ভিডিও দেখেন ৫ জন; রান্নার ভিডিও ও গান শোনেন ৯ জন; এনিমি বা কার্টুন দেখেন ৮ জন; পডকাস্ট দেখেন ২ জন; শুধু গান শোনেন ২৩ জন; স্ট্যান্ড-আপ কমেডি দেখেন ২০ জন; দেশি বিদেশি বাইকারদের ব্লগ রিভিউ দেখেন ১৩ জন; ওয়েব

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ফলাফল

সিরিজ দেখেন ১৪ জন; নাটক-শর্ট ফিল্মের গান দেখেন ২ জন; খেলা দেখেন ১৫ জন; সংবাদ, টকশো ও গান দেখেন ১১ জন; নাটক দেখেন ১৩ জন;



কৃষি বিষয়ক প্রতিবেদন বা ভিডিও এবং কার্টুন দেখেন ১৬ জন; ঐতিহাসিক বিভিন্ন ডকুমেন্টারি ও ইসলামিক আলোচনা শোনে ১৫ জন; সিরিজ দেখেন ১৩ জন; ভিডিও গান দেখেন ১০ জন; রিলস দেখেন ১৬ জন এবং শুধুমাত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন ১৪ জন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সেসকল তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে তা নিউ মিডিয়ায় চলচ্চিত্রের অবস্থানগত বৈচিত্র্যকে আমলে নিয়ে পরিচালিত জরিপ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

৭.৫ ফলাফল ও সিদ্ধান্ত

নিউ মিডিয়ার প্রভাবে বৈশ্বিক সংস্কৃতির প্রবণতা একটি মিশ্রতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, তার সঙ্গে পাশাপাশি পরিবর্তিত হচ্ছে মানুষের প্রথাগত সাংস্কৃতিক চর্চা। ধীরে ধীরে মানুষ বৈশ্বিক সংস্কৃতির সন্তান রূপে বিবর্তিত হচ্ছে। আর গোটা বিশ্বের সকল মাধ্যম এবং এর অনুষঙ্গসমূহকে একত্রিত করার কাজ করে যাচ্ছে নিউ মিডিয়া। উপর্যুক্ত জরিপের ফলাফল বৈচিত্র্যময় বহুমুখী সংস্কৃতির ইঙ্গিতই বহন করছে। যেখানে কনটেন্টের গুরুত্ব দর্শককে উক্ত সংস্কৃতি অনুরাগী করে গড়ে তুলতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। এসকল পরিবর্তন সাধনে নিউ মিডিয়ায় চলচ্চিত্রই একমাত্র নিয়ামক নয়, তবে নিউ মিডিয়ার অন্যান্য উপাদানের চেয়ে সাংস্কৃতিক পরিবৃদ্ধি সাধনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। পূর্বের আলোচনায় তা বহুবার প্রমাণের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে জরিপের ফলাফলেও বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য। কেননা নিউ মিডিয়ার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানুষের মনস্তত্ত্বগত যে অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে তাতে মানুষ নিজেকে কোনো কিছুই সেভাবে দীর্ঘসময়ের জন্য যুক্ত করতে পারছে না। তাই একজন সামাজিক মানুষ যিনি নিউ মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত তিনি খুব অল্প সময় ব্যয় করেই অনেক কিছুকে এক নজরে মোবাইল স্ক্রিনে স্ক্রল করে চলে যাচ্ছেন, এতে করে মস্তিষ্কে একটি বিষয়ের রেশ প্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই ভিন্ন বিষয়ে গঙ্গা ফড়িঙের মতো ঢুকে পড়ছেন। ফলে মানুষের মস্তিষ্কে সেভাবে কোনো কিছুই স্থায়ীভাবে জায়গা পাচ্ছে না। কিন্তু নিউ মিডিয়ার পূর্বে মানুষের এসকল প্রবৃত্তি বিশেষভাবে চোখে পড়েনি, মূলত বহুমুখী বিষয়ে মানুষের বহুমাত্রিক উপস্থিতি তার স্মৃতিকে প্রভাবিত করছে। এসকল অস্থিরতার জায়গা থেকে ‘চলচ্চিত্র’ মানুষকে বেশ কিছুটা সময় এক বিষয়ে বুদ্ধ করে রাখছে, এতে করে চলচ্চিত্র যেহেতু পূর্ণাঙ্গভাবে একটি সামগ্রিক জীবনের প্রতিফলন চিত্রিত করে তাই মানুষ চলচ্চিত্রের গল্প কিংবা বিষয়বস্তুর দ্বারা অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। তবে সেই পরিবর্তনের মাত্রা কখনো ধীর আবার কখনো দ্রুত।

চলচ্চিত্রের যে বহুমুখী বিস্তার সংঘটিত হয়েছে তার কৃতিত্ব অনস্বীকার্যভাবে নিউ মিডিয়ার। সংস্কৃতির বহুমুখী চর্চার পথ সুগম হবার দরুণ বেশ কিছু বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই নজরে আসে, তার মধ্যে ‘ভাষা’ অন্যতম। উপর্যুক্ত জরিপে ২২৬ জন মানুষের চলচ্চিত্র দর্শনের পছন্দক্রম অনুসারে ১৮ রকমের ভাষা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। অতএব চলচ্চিত্র দেখার ফলে তাদের বহুমুখী ভাষাজ্ঞান সমৃদ্ধ হবার পাশাপাশি অনেক ভিনদেশি শব্দ সচেতনভাবে অথবা অবচেতনে তাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণে প্রবেশ করবে তা অনেকাংশেই নিশ্চিত। যেমন করে একটা সময় ভারতীয় চলচ্চিত্রের ফলে হিন্দি ভাষার বহুশব্দ বাংলা ভাষাভাষী মানুষের দৈনন্দিন আলাপচারিতায় সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ‘খাদ্য’ আরেকটি অন্যতম উপকরণ যাতে অভ্যাসের পরিবর্তন ইতিমধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। বহু সংস্কৃতির চলচ্চিত্র দর্শনে বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন পরিলক্ষিত

হচ্ছে। যার ফলে চাইনিজ, জাপানিজ, কোরিয়ান ফুড দিনে দিনে বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। একই সাথে সেই খাদ্য চক্রের যোগান নিশ্চিত বাণিজ্যিকভাবেও যেমন কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবেও মানুষ লাভবান হচ্ছেন। নিউ মিডিয়ার ফলে চলচ্চিত্রের ব্যাপক বিস্তারে আরেকটি বিষয় ভীষণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা হল ‘পোশাক’। পূর্বে বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির পোশাকে বলিউড এবং হলিউডের পোশাকের প্রভাব অধিকভাবে পরিলক্ষিত হলেও বর্তমান সময়ে এসে বহুমুখী সংস্কৃতির বহুজাতিক প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। এমনকি মানুষের সামাজিক মূল্যবোধেরও পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। ভিন্ন সংস্কৃতির আচার বাঙালি সংস্কৃতির মাঝে বহু আগে থেকে থাকলেও তা বর্তমান সময়ে এসে বহুগুণে তরান্বিত হয়েছে। অর্থাৎ নিউ মিডিয়ায় চলচ্চিত্রের প্রবেশ মানুষের সার্বিক জীবন মানে বেশ বড় রকমের একটি পরিবর্তন সাধন ঘটিয়েছে। এই পরিবর্তন অবধারিত, কেননা সংস্কৃতির ধর্মই হচ্ছে পরিবর্তিত হওয়া। তবে নিউ মিডিয়ার ফলে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঠিক যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তা ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে তা নির্ণয় করা দুষ্কর। সংস্কৃতির পরিবর্তন প্রক্রিয়া ধ্রুব হলেও সময়ের সঙ্গে এই পরিবর্তনের হার নির্ভর করে সমাজে উপস্থিত সংস্কৃতির উপাদান এবং তার গতি প্রকৃতির ওপর। বর্তমান সময়ে নিউ মিডিয়ার ফলে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সংস্কৃতির পরিবর্তনের হার বেশ দ্রুতগামী, তবে এই ধারা কতদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে তা অনুমান করা বেশ জটিল এবং দুঃসাধ্য কাজ।

বর্তমান আলোচনার প্রথম ভাগে চলচ্চিত্র পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে লক্ষ করা গেলো যে, নিউ মিডিয়ার দর্শককে বিবেচনায় রেখে চলচ্চিত্রে মিশ্র সংস্কৃতি পরিবেশনের প্রবণতা নানাভাবে ও নানা মাত্রায় বৃদ্ধি লাভ করছে। শেষ ভাগে বাংলাদেশের বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণি পেশার প্রত্যক্ষ দর্শক জরিপে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, সিংহভাগ দর্শকের বিনোদন উপভোগের প্রধান কেন্দ্র নিউ মিডিয়া এবং এই মাধ্যমে দর্শক তার পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ধরনের চলচ্চিত্র উপভোগ করছে। ফলে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নিউ মিডিয়াকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র দর্শকের জীবনাচরণ বা সংস্কৃতি বোধ ও চর্চায় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কাজেই পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নিউ মিডিয়ায় পরিবেশিত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দর্শকের আচরিত সংস্কৃতি চর্চায় পরিবর্তন বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।